182. Nd. 910. 2

বঙ্গীয় নিরীহ কৃষকদিগের পরম শুভানুধ্যায়ী

কৃষক বন্ধু।

গরীব শায়ের প্রণীত।

কলিকাতা—৪০ নং কড়েয়া গোরস্থান লেন হইতে,
মুন্‌শী আজিজুদ্দীন আহ্মদ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,
১৫৯ নং কড়েয়া রোড্;
রেয়াজুল-ইস্‌লাম প্রেসে,
মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্মদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩১৭ সাল।

182.Ncl.910.2

বঙ্গীয় নিরীহ কৃষকদিগের পরম শুভানুধ্যায়ী

কৃষকবন্ধু।

গরীব শায়ের প্রণীত।

কলিকাতা—৪০ নং কড়েয়া গোরস্থান লেন হইতে,
মুন্শী আজিজুদ্দীন আহমদ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,
১৫৯ নং কড়েয়া রোড্;
রেয়াজুল-ইস্লাম প্রেসে,
মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্মদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

—০—

সন ১৩১৭ সাল।

উৎসর্গ-পত্র।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ জ্যেষ্ঠাগ্রজ মর্‌হুম মগ্‌ফুর

জনাব মুন্‌শী আয়েজুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব

ও

জনাব মুন্‌শী আজিজুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব

ভ্রাতৃদ্বয়ের নামে

এই

কৃষক-বন্ধু

তাঁহাদের অকিঞ্চন কনিষ্ঠ

ভ্রাতা কর্ত্তৃক

পরম ভক্তি সহকারে

উৎসর্গীত হইল।

WRITERS'

কৃষক বন্ধু।

শুরু করিতেছি (সেই) নামেতে আল্লার।
দাতা ও দয়ালু (যিনি সর্ব্ব মূলাধার) ॥

এস হে কৃষক ভাই, পুরুষ রতন।
আক্ষেপ, কেহই তব করে না যতন ॥
দেশের সুপুত্র তুমি, হিতৈষী সবার।
জন্মিছে সকল শস্য শ্রমেতে তোমার ॥
এস এস শ্রমশীল কৃষক সুজন।
সমাদরে করি তোমা দৃঢ় আলিঙ্গন ॥

তুমিই শস্যের রাজা, ভূমির মালীক।
সকলের চেয়ে তব গৌরব অধিক ॥
তোমার শ্রমের ফল সকলেই খায়।
কিন্তু তোমা পানে কেহ ফিরিয়া না চায় ॥
তুমিই ত সবাকার সাধ প্রয়োজন।
এস দৃঢ় ভাবে তোমা করি আলিঙ্গন ॥

গবাদি পালক তুমি শস্য উৎপাদক।
সর্ব্ববিধ উন্নতির তুমিই জনক॥
কত ক্লেশ দিবা নিশি সহিতেছ ভাই।
নীরবে সহিছ সব 'আহা' 'উহু' নাই॥
তোমার হাতেই বটে সবার জীবন।
এস দৃঢ় ভাবে তোমা করি আলিঙ্গন॥

নিদারুণ রবি করে ধরা অগ্নিময়।
দহে যেন মাঠ ঘাট প্রান্তর নিচয়॥
ঘর হ'তে বাহিরিতে শকতি কাহার।
তুমি কিন্তু পুড়িতেছ মাঠের মাঝার॥
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি সুশীল-সুজন।
এস ভাই স্নেহ-ভরে করি আলিঙ্গন॥

অবিরাম বারিপাত মেঘের গর্জ্জন।
কর্দ্দমাক্ত পথ ঘাট অসাধ্য গমন॥
পড়িছে বৃষ্টির ধারা বহি তব অঙ্গ।
কিন্তু তুমি তাতেও না দাও পৃষ্ঠভঙ্গ॥
ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা তব না যায় বর্ণন।
এস ভাই স্নেহ-ভরে করি আলিঙ্গন॥

মাঘের প্রচণ্ড শীতে বাঘের তরাস।
সে শীতেও মাঠে তুমি করিতেছ চাষ॥
মাঠে পড়ি কাজ কর, শীতে অঙ্গ কাঁপে।
সকালে বিকালে তীব্র 'জাড়ার' প্রতাপে॥
ধন্য তুমি হে কৃষক মানব রতন।
এস ভাই দৃঢ় ভাবে করি আলিঙ্গন॥

মশার দংশন তীব্র, পোকার কামড়।
জোঁকেতে শোণিত শোষে রক্তাক্ত কাপড়॥
ভ্রূক্ষেপ নাহিক তাহে, নহ তাতে ভীত।
করিছ কর্ত্তব্য কার্য্য সদা নিয়মিত॥
মায়ের সুপুত্র তুমি গুণবন্ত জন।
এস তোমা দৃঢ় ভাবে করি আলিঙ্গন॥

করিতেছে বৃশ্চিক বা ভুজঙ্গে দংশন।
সে দংশনে হইয়াছ আসন্ন মরণ॥
তাতেও নিরস্ত নও, কর চাষ কাজ।
কি করি প্রশংসা তব হে কৃষক রাজ॥
প্রাণ দিয়া কর পর-হিত সম্পাদন।
এস ভাই স্নেহ-ভরে করি আলিঙ্গন॥

অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি কি অন্য কারণে।
দুর্ভিক্ষ হইলে যাও, শমন সদনে॥
খাও কচু ঘেচু সিদ্ধ, কিম্বা পাতা ঘাস।
তাতে হয় অনেকের দেহের বিনাশ॥
দুর্ভিক্ষে অকালে হয় তোমার মরণ।
এস ভাই দৃঢ় ভাবে করি আলিঙ্গন॥

বহে সুপ্রচণ্ড বায়ু, প্রবল তুফান।
পশু পক্ষী পলাইয়া বাঁচায় পরাণ॥
ভয়ঙ্কর মেঘ হ'তে চপলা চমকে।
ওষ্ঠাগত হয় প্রাণ বজ্রের ধমকে॥
সে কালেও কর তুমি কর্ত্তব্য সাধন।
এস স্নেহ-ভরে তোমা করি আলিঙ্গন।

ভীষণ বাঘের ভয়, বরাহ-আতঙ্ক।
তুমি শস্য-প্রহরীতে রয়েছ নিঃশঙ্ক॥
কখন বাঘেতে ধরি করিছে ভক্ষণ।
ভীষণ দাঁতালে কভু করে বিদীরণ॥
ক্ষিপ্ত শৃগালেতে কভু করিছে দংশন।
এস ভাই প্রীতি-ভরে করি আলিঙ্গন॥

জমীদারে জমীদারে হইছে লড়াই।
সে ক্ষেত্রেও হে কৃষক! রক্ষা তব নাই॥
এক পক্ষে থাক যদি "জুলুম" অন্যের।
হায় যে কি বিড়ম্বনা তব জীবনের॥
জেলে যেতে তুমিই ত করিছ গমন।
এস প্রপীড়িত ভ্রাতঃ, করি আলিঙ্গন॥

পরিধানে নাহি বস্ত্র, কৌপিন সম্বল।
উদরে নাহিক অন্ন কৃশ ও দুর্ব্বল॥
রোগেতে শরীর জীর্ণ, বরণ মলিন।
অনাহারে দেহখানি সৌন্দর্য্য বিহীন॥
এত কষ্ট সহিতেছ কৃষক সুজন।
এস সমাদরে তোমা করি আলিঙ্গন॥

দিন রাত খাটিতেছ, নাহিক বিশ্রাম।
মাঠেতে করিছ কাজ 'আরাম' 'হারাম'॥
পালিছ গো-ধন যত্নে, দুগ্ধবতী গাই।
সে দুধ আনন্দে মোরা খেতেছি সবাই॥
মহিষ বলদ পোষ করিয়া যতন।
এস ভাই গলে ধরি করি আলিঙ্গন॥

তোমার কল্যাণে ধান গম যব যত।
জন্মিতেছে মাঠে সদা নিয়মিত মত॥
সরিষা কলাই বুট মটর মসূর।
তিল তিসি কার্পাসাদি জন্মিছে প্রচুর॥
এ সকল তোমারই যতনের ধন।
এস তোমা গলে ধরি করি আলিঙ্গন॥

হাঁটু পানী গলা পানী নাহিক ভ্রুক্ষেপ।
ধান কাট পাট কাট না কর আক্ষেপ॥
শামুকে কাটিছে পদ, ছুটিছে শোণিত।
হইছে 'পানীর রং' রক্তেতে লোহিত॥
তাতেও না ক্ষান্ত, কর কর্ত্তব্য সাধন।
এস ভাই গলে ধরি করি আলিঙ্গন॥

পানীতে থাকিয়া জন্মিয়াছে চর্ম্ম রোগ।
দদ্রু আদি রোগে করিতেছ ক্লেশ ভোগ॥
হয়েছে শরীর খানি গোসাপের প্রায়।
তাতেও বিরত নও হায় হায় হায়!!!
ধরিয়াছে দেহ খানি কালিমা বরণ।
এস ভাই দৃঢ় ভাবে করি আলিঙ্গন॥

পাঁকেতে খেয়েছে 'পাও', হইয়াছে ক্ষত।
ঝরিতেছে তাহে পূঁজ রক্ত অবিরত॥
বেদনা বিষম, তাহে রয়েছ কাতর।
খাটিতেছ তবু কৃষি কাজে নিরন্তর॥
হেন রূপ সহ্য গুণ না দেখি কখন।
এস ভ্রাতৃভাবে তোমা করি আলিঙ্গন॥

পাট ও তিলের গাছ কাটা হইয়াছে।
সুতীক্ষ্ণ গাছের গোড়া মাঠে রহিয়াছে॥
তাতে হৈমন্তিক ধান্য করিছ চ্ছেদন।
খোঁচায় হ'য়েছে ক্ষত বিক্ষত চরণ॥
কিন্তু তাহে দৃক্‌পাত না কর কখন।
এস ভাই দৃঢ় ভাবে করি আলিঙ্গন॥

ম্যালেরিয়া জ্বর কিংবা উদরের ব্যাধি।
অথবা লাগিয়া আছে সর্দ্দি কাশী আদি॥
নাহি অর্থ চিকিৎসকে করিবে যে দান।
ভুগিতেছ রোগ-ক্লেশ হ'য়ে 'পেরেশান'॥
রোগেও না ক্ষান্ত, চাষে আছ নিয়োজন।
এস ভাই প্রেম-ভরে করি আলিঙ্গন॥

পান্তা ভাত পোড়া লঙ্কা প্রভাতে সম্বল।
অথবা কিঞ্চিৎ মাত্র লবণ কেবল ॥
কখন উদর পূরি পাইতেছ তাই।
কভু আধ পেটা, তবু মনে দ্বিধা নাই ॥
কে তোমার মত আছে সুশীল সজ্জন।
এস তোমা ভ্রাতৃভাবে করি আলিঙ্গন ॥

নিরদয় জমীদার করিয়া পীড়ন।
খাজানা ছাড়াও অর্থ করিছে শোষণ ॥
বাজে জমা নানা মত, জরিমানা কত।
ভেট বেগারাদি অত্যাচার শত শত ॥
কত কষ্ট সহিতেছ সবার কারণ।
এস হে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন ॥

চালেতে নাহিক খড়, নাহি ঘটি বাটী।
হয় ত উপরে চাল নীচে সুধু মাটী ॥
শয়নের শয্যা নাই বসিতে আসন।
সম্বলের মধ্যে হাঁড়ি, মাটীর বাসন ॥
গৃহিণীর নাহি মাত্র পরিতে বসন।
এস হে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন।

জন্মাইছ শস্য বটে, কিন্তু ঘর শূন্য।
কিছুতেই ঘুচিছে না তব দশা দৈন্য॥
জমিদার ছাড়া তাঁর যত কর্ম্মচারী।
সবাই লুঠেরা দস্যু পরস্বাপহারী॥
পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধ বলি করিছে শোষণ।
এস ভাই দৃঢ় ভাবে করি আলিঙ্গন॥

পূজা পার্ব্বণের নামে মাথট আদায়।
করিছে নায়েবগণ বিষম 'বেজায়'॥
গোমস্তা পেয়াদা মৃধা তহশিলদার।
সবাই 'নবাবজাদা' 'জুলুম' সবার॥
আহা! সহিতেছ সদা এত জ্বালাতন।
এস হে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন॥

বিবাহ অন্নপ্রাসন কত কব নাম।
আদায় করিছে বাজে জমা অবিরাম॥
জরিমানা করিতেছে ধরি নানা ছল।
তোমার শোণিত শোষা উদ্দেশ্য কেবল॥
এত ভাবে সহিতেছ নানা উৎপীড়ন।
এস ভাই এক বার করি আলিঙ্গন॥

পেয়াদা পাইকগণ যমদূত প্রায়।
ঘর হ'তে জোর করি টেনে লয়ে যায়॥
মারে চড় লাথি ঘুসা ভয়ঙ্কর কিল।
পৃষ্ঠের উপরে যেন পড়ে ভীম শীল॥
গালি দেয় কত মত সে পাপিষ্ঠগণ।
এস ভাই স্নেহ-ভরে করি আলিঙ্গন॥

আসিলে পুলিশ, দারোগা ও জমাদার।
তোমার উপরে চোট-পাট তা সবার॥
সুযোগ পাইলে ধর-পাকড় করিয়া।
আদায় করয় অর্থ নির্ম্মম হইয়া॥
গালি দেয় মার-ধর করে জনে জন।
এস ভাই প্রেম ভরে করি আলিঙ্গন॥

কত রূপ ষড়যন্ত্র বিরুদ্ধে তোমার।
হইতেছে দিবা নিশি সংখ্যা নাহি তার॥
করিতে তোমার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন।
রহিয়াছে সবে হস্ত করি প্রসারণ॥
এত কষ্ট এত জ্বালা এত উৎপীড়ন।
এস ভাই গলে ধরি করি আলিঙ্গন॥

তারপর মহাজন যারা সুদখোর।
তোমার উপরে তাহাদের পূরা 'জোর' ॥
কড়া সুদ ধ'রে লয় মনের মতন।
কথায় কথায় করে ভীতি-প্রদর্শন ॥
তাহাদের অত্যাচার, বিষম শোষণ।
এস ভাই দৃঢ় ভাবে করি আলিঙ্গন ॥

লইয়া সুদের সুদ আসলের নাতি।
মহাজন জুলুম করিছে দিবা রাতি ॥
কেহ বা জ্বলন্ত মিথ্যা নালিশ করিয়া।
লইতেছে ঘর বাড়ী নীলামে বেচিয়া ॥
এত অত্যাচার সহিতেছ ভ্রাতৃগণ।
এস এস স্নেহ-ভরে করি আলিঙ্গন ॥

এক টাকা ঋণ লয়ে দাও শত শত।
তবু দেনা নাহি ছাড়ে, ভেবে জ্ঞান হত ॥
দশেতে হাজার দিয়া না পাও নিস্তার।
এমনি সে সুদখোরদের অত্যাচার!
অত্যাচার তাহাদের কে করে দমন।
এস ভাই সমাদরে করি আলিঙ্গন ॥

গাঁয়ের মোড়ল কিম্বা প্রধান যে জন।
পঞ্চায়ত সরদার কেহ কম নন॥
তোমার শোণিত রাশি করিবারে পান।
সবাকারে দেখি হিংস্র শার্দ্দূল সমান॥
আরো দুষ্টমতি হয় গ্রাম্য-ঘুঘুগণ।
এস ভাই স্নেহ-ভরে করি আলিঙ্গন॥

আবার এমন বহু আছে মহাজন।
ধান ধার দেয় তারা সুবিধা মতন॥
এক মণে তিন মণ করিয়া আদায়।
পরিতৃপ্ত নাহি হয়, কি জুলুম হায়!!
শস্য পক্ক হ'লে সব করয় গ্রহণ।
এস উৎপীড়িত ভাই করি আলিঙ্গন॥

ছেলে মেয়ে বিয়ে দিয়ে নাহিক নিস্তার।
নজর লইবে লম্বা ধরে জমীদার॥
কোথাও বা দশ বিশ কোথা দুই চার।
না দিয়া কোথাও কিন্তু নাহিক উদ্ধার॥
এমন নির্ম্মম হন জমীদারগণ।
এস ভাই স্নেহ-ভরে করি আলিঙ্গন॥

দয়া মায়া জমীদারে নাহি কিছুমাত্র।
তুমি যেন তাঁহাদের বেগুণের ক্ষেত্র ॥
যখনই দিবে হাত কিছুটা মিলিবে।
খালি হাতে কোন মতে কভু না ফিরিবে ॥
রাজাও বুঝিতেছেনা তব এ বেদন।
এস ভাই সমাদরে করি আলিঙ্গন ॥

দোকানী পসারি মুদি সকলেই শোষে।
এদিক ওদিক হ'লে সব ভায়া রোষে ॥
টাকার জিনিসে দুই টাকা লয়ে থাকে।
'ওয়াদা-খেলাফ' হ'লে ফেলায় বিপাকে ॥
কামধেনু বট তুমি নিশ্চয় কথন।
এস ভাই কাছে এস করি আলিঙ্গন ॥

কুমার বারুই কিম্বা হালুয়াই গণ।
হাঁড়ি পান খই মুড়ি দিয়া অনুক্ষণ ॥
আদায় করিছে শস্য গৃহিণী হইতে।
কে বারণ করে তারে এ সব লইতে ?
জিনিসের আট গুণ করিছে গ্রহণ।
এস ভাই হে কৃষক করি আলিঙ্গন ॥

করিতেছ তুমি তরি-তরকারী চাষ।
বাগানে পুতিছ কলা, তাল বেল বাঁশ॥
সবাকার প্রয়োজন যাহা কিছু আছে।
পেয়ে থাকি হে কৃষক তোমারই কাছে॥
এত কর আমাদের জন্য ভ্রাতৃগণ।
তাই বলি এস কাছে করি আলিঙ্গন॥

কত ক্লেশে তুমি চাষী কর চাষ বাস।
কিন্তু তাহে জমীদারদের পৌষ মাস॥
আর সুদখোর ক্রূর মহাজন যত।
শোষিছে শোণিত দিবা নিশি অবিরত॥
তাহাদের জন্য যেন এই শস্য-ধন।
এস ভাই গলে ধরি করি আলিঙ্গন॥

ওলাউঠা বসন্তাদি মহামারী যত।
করিতেছে তোমাদের ধ্বংস অবিরত॥
কে চাহে সেদিকে, তাতে কারো লক্ষ্য নাই।
সবারে যোগাও খাদ্য তুমি চাষী ভাই॥
কিন্তু তোমা-তরে নাহি ভাবে কোন জন।
এস ভাই দৃঢ় ভুজে করি আলিঙ্গন॥

উৎকৃষ্ট পানীয় জল অদৃষ্টে ঘটে না।
পুকুর কাটান কারো ঘটিয়া উঠে না॥
বহু জমীদার আছে, অধিক নজর—
চেয়ে বসে সাধ্যাতীত অসম্ভব কর॥
করে তাঁরা হেনরূপ নির্দ্দয়াচরণ।
এস ভাই গলে ধরি করি আলিঙ্গন॥

পিতা যদি মরে যায়, জোত স্বত্ব তার।
পুত্রের অদৃষ্টে হয় ঘটে উঠা ভার॥
অনেক জায়গায় আছে নিয়ম এমন।
অত্যুচ্চ নজর হাঁকে জমীদারগণ॥
বাধ্য হ'য়ে সে নজর দেয় পুত্রগণ।
এস হে কৃষক এস করি আলিঙ্গন॥

শীতে ছিন্ন কাঁথা খানি তোমার না জুটে।
অথচ তোমার ধন পরে নেয় লুটে॥
তোমার অর্থেতে অই দোতালা-তেতালা।
জমীদার-পত্নীদের সুবর্ণের বালা॥
গাড়ী ঘোড়া যত কিছু তোমারই ধন।
এস ভাই স্নেহ-ভরে করি আলিঙ্গন॥

জমীদার-পত্নীদের রত্ন-অলঙ্কার।
যত কিছু দেখা যায় সকলি তোমার ॥
বার মাসে তের পর্ব্ব তোমার কৃপায়।
তুমি কিন্তু অন্নাভাবে মরিতেছ হায়!!
তব অর্থে মিঞাদের বাইজী পোষণ।
এস ভাই স্নেহ-ভরে করি আলিঙ্গন ॥

ম্যানেজার পেশকার নায়েব দেওয়ান।
প্রত্যেকেই এক এক নবাব সমান ॥
সবারই জমি জমা কোঠা-ইমারত।
তোমার অবস্থা শুধু ভিক্ষুকের মত।
তাহাদের ধুমধাম কত আয়োজন।
এস উৎপীড়িত ভাই করি আলিঙ্গন ॥

তোমার অর্থেতে বাবু উকীল মোক্তার।
ভুড়ি ফুলাইয়া মরি দেয় কি বাহার!!
তুমি কাছে গেলে পাও মাটীতে আসন।
টাকা লইবার বেলা প্রফুল্লিত মন ॥
পেয়ে থাক "তুই, তাই" মিষ্ট সম্ভাষণ।
এস ভাই সমাদরে করি আলিঙ্গন ॥

তোমার অর্থেতে বাবুগিন্নি বাবুদের।
তুমি না জন্মালে শস্য মরণ তাদের ॥
মিঞাদের মিঞাগিরি কোচার বাহার।
তুমি না হইলে কিছু নহে হইবার ॥
তোমার উপরে হয় এত নিপীড়ন।
এস ভাই স্নেহ-ভরে করি আলিঙ্গন ॥

কত বক্তাবাগীশের শুনি গলাবাজী।
যেন তাহাদের প্রতি প্রজা মাত্রে রাজী ॥
কিন্তু হে তোমার কথা কে ভাবে কৃষক ?
স্বার্থপর 'দাগাবাজ' উহারা "বেশক" ॥
ভণ্ডগণে নাহি কর বিশ্বাস কখন।
এস হে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন ॥

"দেশের মোড়ল মোরা প্রজা-প্রতিনিধি।"
এ কথা সবাই বলে থাকে নিরবধি ॥
কিন্তু কাজে কিছু নয়, সকলি "ফেরেব"।
কেহ নাহি ধরে দেয় ওদের "আয়েব" ॥
না ভাব ওদেরে বন্ধু, বন্ধু না কখন।
এস ভাই এক বার করি আলিঙ্গন ॥

ঝাড়িছে বক্তৃতা লম্বা আকাশ ফাঁদিয়া।
করিতেছে গলাবাজী নাকেতে কাঁদিয়া॥
ভিতরে কেবল স্বার্থ, অর্থ ও সুনাম।
লুটিতে সবাই ব্যস্ত, বুঝ পরিণাম॥
কৃষক, তোমার বন্ধু নহে কোন জন।
এস ভাই গলে ধরি করি আলিঙ্গন!

"কঙ্গরস" "রঙ্গরস" করি বাবুদল।
কত দিন করিল ভারত টলমল॥
কিন্তু কেহ না ভাবিল তোমার 'ভালাই'।
নিজেদের স্বার্থ মাত্র ভাবিল সবাই॥
কে করিল বল তব ক্লেশ নিবারণ।
এস ভাই গলে ধরি করি আলিঙ্গন॥

রাজার কি দিব দোষ না জানে এ 'হাল'।
কি ভাবে তোমায় সবে করে 'পয়মাল'॥
শিক্ষা নাই দীক্ষা নাই সবে অশিক্ষিত।
কে করিবে তোমাদের উন্নতি বিহিত॥
এখনো জাগহ সবে হও হে চেতন।
কাছে এস গলে ধরি করি আলিঙ্গন॥

তোমার যা 'হক' তাহা 'আদায়' করিতে।
খাড়া হও রাজদ্বারে দৃঢ়তা সহিতে॥
রক্ষিতে আপন স্বত্ব হও 'হুশিয়ার'।
এখনো নিশ্চেষ্ট র'লে, রক্ষা নাহি আর॥
করহ আপনাদের স্বার্থ সংরক্ষণ।
এস ভাই দৃঢ় ভাবে করি আলিঙ্গন॥

প্রথমে একতা কর সকলে মিলিয়া।
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মাত্র স্বার্থ তেয়াগিয়া॥
বাদ-বিসম্বাদ সবে ভু'লে যাও ভাই।
ইহা ভিন্ন তোমাদের কোন গতি নাই॥
উন্নতির পথে দ্রুত চল ভ্রাতৃগণ।
এসহে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন॥

বঙ্গের কৃষক প্রায় সব মুসলমান।
হিন্দু হবে দুই তিন আনা পরিমাণ॥
তাতে নমঃশূদ্র পোদ কৈবর্ত্ত 'সামিল'।
উচু হিন্দু যারে না আদরে এক তিল॥
সকল কৃষক বটে বিপদে মগন।
এস এস ভ্রাতৃগণ করি আলিঙ্গন॥

দেশের সুপুত্র বলে যারা অভিমান—
ক'রে থাকে দিবা নিশি, জুটা'য়ে প্রমাণ ॥
শতেতে একাশি সংখ্যা যাহাদের হয়।
তাদের হিতের কালে কেহই ত নয়॥
মুষ্টিমেয় সুশিক্ষিত দেশ-নেতা হন।
শুনি হাসি পায়, এস করি আলিঙ্গন ॥

কৃষি পল্লী মাঝে ভাল রাস্তা ঘাট নাই।
ডিষ্ট্রীক্ট লোক্যাল বোর্ডে কর্ত্তা বাবুরাই ॥
পাইয়াছে তাঁরা যেই "স্বায়ত্ত-শাসন"।
তাহার মর্য্যাদা খুব করে সংরক্ষণ ॥
কৃষকের হিত স্বপ্নে ভাবে না কখন।
এস ভাই স্নেহ ভরে করি আলিঙ্গন ॥

বাবুদের গ্রামে রাস্তা ঘাট চমৎকার।
পুকুর ও কূপ আদি বাড়ীতে সবার ॥
পাঠশালা ও স্কুল আদি গ্রামে নিজেদের।
নিজেই লভিছে ফল আত্ম-শাসনের ॥
তোমাদের হিত কথা ভাবে কি কখন?
এস ভাই স্নেহ-ভরে করি আলিঙ্গন ॥

যতেক 'সংবাদ-পত্র' প্রবন্ধ লিখিয়া।
করিছে দেশের হিত বলে ফুকরিয়া॥
কাজে কিন্তু কৃষকের কেহ বন্ধু নয়।
স্বার্থ তরে ব্যস্ত সবে জানিও নিশ্চয়॥
কেহ না বুঝয় তব হৃদয় বেদন।
এস ভাই সমাদরে করি আলিঙ্গন॥

ছিন্ন বস্ত্র, কি কৌপীন, কি গামছা পরা।
হেরি তোমা হে কৃষক যেন জ্যান্তে মরা॥
দেহ খানি শীর্ণ, মুখে প্রফুল্লতা নাই।
দারিদ্র্য-দহনে দহিতেছ সর্ব্বদাই॥
উদরেতে অন্ন নাই, অঙ্গেতে বসন।
এস হে কৃষক ভাই, করি আলিঙ্গন॥

পায়ে ক্ষত, অঙ্গ রুক্ষ, কপালেতে ঘাম।
দিবা নিশি খাটিবার এই পরিণাম!!
রোদে পুড়, জলে ভিজ, শীতে থর থর—
কেঁপে থাক প্রাতঃ সন্ধ্যা, ক্ষুধায় কাতর॥
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কর অনুক্ষণ।
এস ভাই স্নেহ-ভরে করি আলিঙ্গন॥

গৃহিণীর দুরবস্থা বলা নাহি যায়।
ছিন্ন বস্ত্র তাও ম'লা কি বলিব হায়!
মাথায় টানিলে বস্ত্র অঙ্গ হয় খালি।
একে "খাট", তাতে পুনঃ শত শত তালি॥
এহেন দুর্গতি হেরি মন উচাটন!
এসহে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন॥

শিশুগুলি মৃত্তিকায় গড়াগড়ি যায়।
নাহিক বিছানা পাটী, বস্ত্র নাহি গায়॥
মাতৃ-স্তনে দুগ্ধ নাই কৃশ অনাহারে।
হৃৎপিণ্ড ফেটে যায় তাদের চীৎকারে॥
শোচনীয় দুরদশা তোমার এমন।
এস ভাই প্রীতি-ভরে করি আলিঙ্গন॥

গরুগুলি রোগা ঘোগা অস্থি চর্ম্ম সার।
কিসে হবে মোটা তাজা, মিলে না আহার॥
গণা যায় অস্থি পুঞ্জ এক এক করি।
কেমনে চলিবে চাষ তাই ভেবে মরি॥
গরুর 'দুষ্মণ' হয় জমীদার গণ।
এস ভাই স্নেহ-ভরে করি আলিঙ্গন॥

আছে অল্প জমীদার কিছু ন্যায়বান।
কিন্তু কর্ম্মচারী হস্তে পুত্তলি সমান॥
প্রজার যে দুঃখ, তাঁরা জানিতে না পায়।
কাজেই কৃষক তব নাহিক উপায়॥
কোন দিকে নাহি দেখি মুক্তির লক্ষণ।
এসহে কৃষক ভ্রাতঃ, করি আলিঙ্গন॥

পঞ্চায়েত-প্রেসিডেণ্ট্ অনেক এমন।
তারাও তোমার তরে করে জ্বালাতন॥
অবস্থার অতিরিক্ত ট্যাক্স করে জারি।
যেন তিনি সরকারের 'খয়েরখা' ভারী॥
সবাই তোমার শত্রু কৃষক নন্দন।
এস ভাই স্নেহ-ভরে করি আলিঙ্গন॥

কেহ সিংহ কেহ ব্যাঘ্র কেহ বিষধর।
কেহ বা কুম্ভীর সম যমের দোসর॥
কেহ জোঁক কেহ বিচ্ছু কেহ মশা প্রায়।
তোমার শোণিত মাংস সকলেই খায়!!
কেহ কাক শৃগাল ও শকুনি মতন।
এস ভাই দৃঢ় ভাবে করি আলিঙ্গন॥

কেহ ছারপোকা প্রায় দংশে দিন রাত।
অত্যাচারে সকলেই করে 'কিস্তি মাৎ' ॥
হাড়গিলা প্রায় কেহ হাড় খেতে দড়।
ধন্য তুমি স'য়ে আছ এ সব কামড় ॥
সাবাস সাবাস ধৈর্য্য, কৃষক নন্দন।
এস হে নিকটে এস করি আলিঙ্গন ॥

তোমার কল্যাণে সবে 'আমীর ফকীর'।
তুমি কিন্তু যে ফকীর সেই ত ফকীর ॥
তোমার কল্যাণে জমীদার—জমীদার।
তুমি বিনে অস্তিত্ব কোথায় থাকে তাঁর ?
তোমার কল্যাণে ধনী সুদখোর গণ।
এস ভাই দৃঢ় ভাবে করি আলিঙ্গন ॥

মুসলমান মাত্রেই যে পরস্পর ভাই।
এ কথা ভুলো না কেহ, ভুলা নাহি চাই ॥
একের হিতেতে হিত জানহ অপরে।
দুঃখে দুঃখ সুখে সুখ ভাব পরস্পরে ॥
একের বেদনে নিজ ভাবহ বেদন।
এস হে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন ॥

সামান্য স্বার্থের তরে ভ্রাতার সহিত।
বাদ-বিসম্বাদ নাহি কর কদাচিত॥
সামান্য জমীর তরে করিয়া লড়াই।
হইও না সর্ব্বস্বান্ত হে কৃষক ভাই॥
ভাইয়ের জন্যেতে স্বার্থ করহ বর্জ্জন।
এস এস সমাদরে করি আলিঙ্গন॥

দু দশ টাকার তরে করিয়া বিবাদ।
হে ভাই কদাচ নাহি ঘটাও প্রমাদ॥
ভাই ভাই আপসেতে মিটায়ে ফেলাও।
না হয় সালিসদেরে মিটাইতে দাও॥
ক্রোধে বিপরীত কাজ না কর কখন।
এস হে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন॥

ক্রোধ ত্যজ নম্র হও, ত্যজ লোভ আদি।
ভা'য়ের উন্নতি দেখে না হইও বাদী॥
ভ্রাতার উন্নতি জান আপন উন্নতি।
এরূপ ভাবিলে দূর হইবে দুর্গতি॥
ঈর্ষা দ্বেষ মনে স্থান না দিও কখন।
এস ভ্রাতৃভাবে তোমা করি আলিঙ্গন॥

করহ খোদার ভয় মোস্লেম কৃষক।
করিবেন আল্লা তব মঙ্গল "বেশক" ॥
তাঁহাতে নির্ভর কর মঙ্গলামঙ্গল।
তাঁকেই পরম বন্ধু জানহ কেবল ॥
সেই সত্য সনাতন নিত্য নিরঞ্জন।
এস ভাই নিকটেতে করি আলিঙ্গন ॥

ধর্ম্ম উপদেশ শুন মানহ কোরাণ।
করিবেন দয়াময় মঙ্গল বিধান ॥
হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আখেরী 'রছুল'।
মানব আশ্রয় দাতা খোদার 'মকবুল' ॥
তাঁর উপদেশ মেনে চল ভ্রাতৃগণ।
এস এস ভ্রাতৃভাবে করি আলিঙ্গন ॥

পরকাল চিন্তা কর ভাব পরিণাম।
যাতে পাবে পরকালে অনন্ত আরাম ॥
অসৎ কল্পনা ছাড় অসৎ 'খেয়াল'।
হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখ "আল্লাহ" দয়াল ॥
তাঁর প্রতি সমর্পণ কর দেহ মন।
এসহে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন ॥

সকল মোস্লেমে জান সোদর সমান।
একের বিপদে অন্যে দাও ধন প্রাণ॥
একের সম্পদ দেখি অন্যে হও "খোশ"।
তাহ'লে তোমায় খোদা করিবে সন্তোষ॥
ভা'য়ের জন্যেতে স্বার্থ করহ অর্পণ।
এস ভাই প্রীতি-ভরে করি আলিঙ্গন॥

"দশে মিলে করিলে মহৎ কার্য্য হয়।
তৃণের সন্ততি রজ্জু হ'য়ে বান্ধে 'হয়'॥"
কবির এ কথা প্রতি করহ 'খেয়াল'।
একতায় শক্তি তব হইবে 'বাহাল'॥
শক্তি বলে মহাশক্তি করহ সাধন।
এস হে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন॥

একতার কত গুণ বর্ণিতে অক্ষম।
জগতে শকতি নাই একতার সম॥
একতার বলে সেই দুর্ব্বল আরব।
করেছিল সকল জাতিকে পরাভব॥
ধর্ম্ম ও একতা বল করহ গ্রহণ।
এস এস ওহে ভাই করি আলিঙ্গন॥

করহ এলেম শিক্ষা হবে জ্ঞানোদয়।
জ্ঞান-রত্ন বলে হবে জগতে দুর্জ্জয়॥
বিদ্যার অভাবে সবে ঘৃণিত মজুর॥
এলেম শিখিয়া বদনাম কর দূর॥
বিদ্যা শিখে চাষ ধর ওহে ভ্রাতৃগণ।
এস এস দৃঢ় ভাবে করি আলিঙ্গন॥

'বে-এলেম' খোদাকে না চিনে কদাচিত।
বিদ্যা হীন পশু তুল্য এ কথা নিশ্চিত॥
এলেম নাহিক বলে নাহিক উন্নতি।
মূর্খতার জন্য ভোগ এতেক দুর্গতি।
এলেমে ভূষিত কর হৃদয় ও মন।
এস এস কাছে এস করি আলিঙ্গন॥

এলেম শিখিয়া ভাল মন্দ চিনে লও।
এলেম শিখিয়া সবে 'হুশিয়ার' হও॥
এলেম শিখিয়া স্বত্ব বুঝহ আপন।
দস্যু ও তস্করে যেন না করে লুণ্ঠন॥
ঘুচিবে দুর্গতি হবে উন্নতি সাধন।
এস এস ভ্রাতৃগণ করি আলিঙ্গন॥

এলেম শিখিয়া কৃষি কাজে দাও মন।
দেখ কৃষি কাজে হয় 'তরক্কি' কেমন॥
ভারত সোনার দেশ ফলিবেক সোনা।
না রবে অভাব আর না রহিবে দেনা॥
জমীদার নারিবে করিতে নিপীড়ন।
এস ভাই দৃঢ় ভাবে করি আলিঙ্গন॥

ভারতের মাটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুউর্ব্বরা।
কৃষির জন্যেতে বঙ্গ সবাকার 'সেরা'॥
এ মাটীতে ফলে সোনা জানিলে কৌশল।
না জানিলে কিছু নয়, সকলি বিফল॥
এলেমের সাথে কৃষি কর সর্ব্ব জন।
এস এস এস ভাই করি আলিঙ্গন॥

ইউরোপ আমেরিকা আফ্রিকা দক্ষিণ।
জাপান মিসর আর পূর্ব্ব দিকে চীন॥
করিছে এলেম সাথে 'তরক্কি' কৃষির।
বিদ্বান্ অভিজ্ঞ যত কৃষক সুধীর॥
বিদ্যা শিখে কৃষি কর ওহে ভ্রাতৃগণ।
কাছে এস গলে ধরি করি আলিঙ্গন॥

বিদ্যা শিখে কৃষি কার্য্যে ঘৃণা করিও না !
দু পাত ইংরেজী পড়ি "বাবু" হইও না ॥
পৈতৃক ব্যবসা নাহি কর পরিহার।
বরঞ্চ উন্নতি কর সে কৃষি বিদ্যার ॥
কৃষির উন্নতি করি হও ধনী জন।
এস ভ্রাতৃভাবে তোমা করি আলিঙ্গন ॥

আমাদের রাজা হন ইংরেজ প্রবল।
উন্নতি তাদের শুধু এলেমে কেবল ॥
এলেমে উন্নতি করে বাণিজ্য ব্যবসার।
এলেমে তরক্কি করে সে কৃষি বিদ্যার ॥
কৃষিতে উন্নত আজ ইঙ্গরেজ গণ।
এস কাছে প্রীতি-ভরে করি আলিঙ্গন ॥

ইংলণ্ডের মৃত্তিকায় উর্ব্বরতা নাই।
কত ক্লেশে করে কৃষি ইংরেজ সবাই ॥
ঘোড়ায় লাঙ্গল টানে মৃত্তিকা কঠিন।
তবু জন্মাইছে শস্য ইংরেজ প্রবীণ ॥
তাতে চাষ তোমরা না পারিতে কখন।
এস ভাই স্নেহ-ভরে করি আলিঙ্গন ॥

কেবল বর্ষার জলে করোনা নির্ভর।
জল সেচনের পন্থা কর অতঃপর॥
খাল নালা কাট আর কাটহ পুকুর।
যাহাতে পাইতে পার পানি সুপ্রচুর॥
সুগভীর কূপ ভাই করহ খনন।
এস হে কৃষক ভ্রাতঃ করি আলিঙ্গন॥

কূপেতে লাগায়ে কল পানী উঠাইয়া।
ক্ষেত্র মাঝে দাও পানী 'নহর' কাটিয়া॥
নালা কাটি দূরে সবে লয়ে যাও জল।
ফলিবে প্রচুর শস্য ধান্যাদি সকল॥
বিদ্যা বলে এ সকল হইবে সাধন।
এস ভাই গলে ধরি করি আলিঙ্গন॥

গবর্ণমেণ্টের কাছে প্রার্থনা করিয়া।
উপযুক্ত স্থানে লও খাল কাটাইয়া॥
পাঞ্জাবের মত বঙ্গে হউক কেনাল।
ফিরিবে কৃষক ভাই তোমাদের 'হাল'॥
বিদ্যা বলে ঐ সকল কর আয়োজন।
কাছে এস, এসে বস, করি আলিঙ্গন॥

ক্যানাল হইলে হবে মহা উপকার।
বিঘায় খাজানা হবে আনা তিন চার॥
তাহাতে অসীম লাভ দেখ না ভাবিয়া।
যাইবে পানির কষ্ট অভাব মিটিয়া॥
এলেম শিখিয়া কর উপায় এমন।
এসহে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন॥

লাঙ্গল উন্নত কর পশুর উন্নতি।
তা হ'লে নিশ্চয় দূর হইবে দুর্গতি॥
বলের অনেক কাজ করিবে কলেতে।
কলের মতন কাজ হয় কি বলেতে?
বিদ্যা শিখে কর সবে অসাধ্য সাধন।
এসহে কৃষক তোমা করি আলিঙ্গন॥

কি মাটীতে কি জন্মিবে—এলেম বিহনে।
জানিতে নাহিক তাহা পারে কোন জনে॥
মূর্খগণ অন্ধ সম করে চাষ বাস।
তাতেই তাদের নাহি পূরে অভিলাষ॥
মৃত্তিকার গুণাগুণ জান সর্ব্ব জন।
এস এস ভ্রাতৃগণ করি আলিঙ্গন॥

কৃষকের পুত্র কেহ শিক্ষক হইবে।
কেহ শিল্প শিক্ষা করি, সে কাজ করিবে॥
কেহ উচ্চ শিক্ষা লভি হইবে 'হাকিম'।
কেহ বা করিবে আর দিনের 'তালিম'॥
কোন্ জন করিবে আইন অধ্যয়ন।
এস ভাই কাছে বৈস করি আলিঙ্গন॥

কেহ বা ডাক্তার হবে ভাল চিকিৎসক।
কেহ বা কেরাণীগিরি করিবে 'বেশক'॥
কেহ বা নর্শরি আদি করিয়া স্থাপন।
করিবেক বাগানের উৎকর্ষ সাধন॥
হইবে তাহাতে খুব অর্থ উপার্জ্জন।
এস ভাই স্নেহ-ভরে করি আলিঙ্গন॥

নর্শরীতে বীজ চারা জন্মাবে সকল।
বিক্রয় করিয়ে তাহা পাবে খুব ফল॥
এ সকল কাজে লাভ হইবে প্রচুর।
অর্থক্লেশ তা হ'লেই হইবেক দূর।
বিদ্যা শিখে কর এ সকল আয়োজন।
এস ভাই গলে ধরি করি আলিঙ্গন॥

গাভী পুষি কেহ কর ব্যবসা দুধের।
হইবেক অর্থ লাভ সে কাজেতে ঢের॥
ঘৃত ও মাখন আদি করিবে তৈয়ার।
হইবে প্রচুর অর্থ সংশয় কি তার?
বিদ্যা শিখে এ সকল কর ভ্রাতৃগণ।
কথা শুন কাছে এস করি আলিঙ্গন॥

হাঁস ও মুরগী পুষি কর কারবার।
ডিম বেচ বাচ্চা বেচ যা সুবিধা যার॥
পক্ষী পুষিবার বিদ্যা শিক্ষা করা চাই।
ইথেও প্রচুর লাভ দেখিবারে পাই॥
এলেমের বলে শক্তি লভ ভ্রাতৃগণ।
এস এস স্নেহ-ভরে করি আলিঙ্গন॥

বিদেশে যাইয়া উপনিবেশ করিয়া।
কর কেহ চাষ বাস জমি জমা নিয়া॥
হইবে প্রচুর লাভ প্রচুর উপায়।
ঘুচিবে অর্থের ক্লেশ জানিবে সবায়।
বিদ্যা শিখে কর উপনিবেশ স্থাপন।
এস হে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন॥

তেজারতে লেগে কেহ হও সদাগর।
বিদেশে চলিয়া যাও হইয়া তৎপর॥
আমদানী ও রপ্তানীর কাজে দাও মন।
করিতে পারিবে বহু অর্থ উপার্জ্জন॥
ঘুম ত্যজ, জেগে উঠ, ওহে ভ্রাতৃগণ।
এসহে নিকটে এস, করি আলিঙ্গন॥

গবাদি পশুর কর উন্নতি বিধান।
উৎকৃষ্ট গবাদি আন করিয়া সন্ধান॥
আনহ বলীষ্ঠা গাভী ষাঁড় বলবান।
জন্মিবে উৎকৃষ্ট বৎস তাদের সমান॥
উপদেশ ধর, কাজ কর সর্ব্ব জন।
এস সমাদরে ভাই করি আলিঙ্গন॥

পশুর চিকিৎসা কেহ শিখ উৎসাহেতে।
হইবে তাহাতে ফল নানাবিধ মতে॥
পীড়ায় গবাদি পশু বেশী না মরিবে।
মহামারী হয়ে ক্ষতি বেশী না করিবে॥
বিদ্যা শিখে কর সবে অর্থ উপার্জ্জন।
এসহে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন॥

পুকুর কাটিয়া মৎস্য পোষ কোন জন।
হইবে প্রচুর লাভ মনের মতন॥
পুকুরে ছাড়হ ডিম কিম্বা ক্ষুদ্র পোনা।
এ ব্যবসায়ে তোমাদের ফলিবেক সোনা॥
বিদ্যা শিখে এ ব্যবসা ধর ভ্রাতৃগণ।
এস হে কৃষক এস, করি আলিঙ্গন॥

ফলের ব্যবসা ধর, করহ চালান।
হইবে তাহাতে লাভ বেশী পরিমাণ॥
আম্র কলা কমলা ও লেবু আদি করি।
এসব ফলের লাভ জান সর্ব্বোপরি॥
বাগান করহ যত্ন করি প্রাণপণ।
এস সমাদরে ভাই করি আলিঙ্গন॥

কেহ 'ওয়ায়েজ' হও কেহ প্রচারক।
বক্তা হও কোন জন উৎসাহ-জ্ঞাপক॥
সর্ব্ব সাধারণ তরে দাও উপদেশ।
যাতে তাহাদের হয় হিত সবিশেষ॥
আলস্য জড়তা সবে করহ বর্জ্জন।
এস সমাদরে ভাই করি আলিঙ্গন॥

বৃত্তি দিয়া কাহাকে পাঠাও হিন্দুস্থান।
শিখিবে দিনের বিদ্যা যাইয়া সে স্থান॥
দিল্লীতে যাইয়া কেহ হেকিম হইবে।
পুষা কালেজেতে কেহ কৃষিই শিখিবে॥
জাপানে বিলাতে কেহ করিবে গমন।
এস ভাই সমাদরে করি আলিঙ্গন॥

দেশী শিল্প কেহ শিখ হও কর্ম্মকার।
কেহ বা ছুঁতার হও কেহ বা কুমার॥
কেহ বা বাঁশের দ্রব্য করহ তৈয়ার।
কেহ বেত্র-শিল্প শিখ হয়ে 'হুশিয়ার'॥
এলেমের সাথে ইহা শিখ সর্ব্বজন।
কথা শুন কাছে এস, করি আলিঙ্গন॥

সন্তানে শিখাও আগে এলেম দিনের।
কোরাণ পড়াতে কেহ না করিও 'দের'॥
কেরাতের সাথে খুব পড়াবে কোরাণ।
মসলা শিখাবে প্রয়োজন পরিমাণ॥
নমাজে করিবে পাকা শুনিবে বচন।
কাছে এস হে কৃষক করি আলিঙ্গন॥

গ্রামে গ্রামে পাঠশালা মক্তব বসাও।
বালক বালিকাগণে 'এলেম' শিখাও॥
মুর্খ যেন কেহ নাহি থাকে তোমাদের।
রাখিবে তাহাতে দৃষ্টি 'আউওল-আখের'॥
উঠহ জাগহ ভাই হে কৃষক গণ।
এসহ নিকটে, করি দৃঢ় আলিঙ্গন॥

সৎ উপদেশ দেও রমণী সবায়।
পাকা কর তা সবারে নমাজ রোজায়॥
শিখাও ইস্‌লামী দিন ইস্‌লামী 'তরিক'।
যাতে হয় ইস্লামের 'আকায়েদ' ঠিক॥
'বেহুদা কালাম' নাহি করে কোন জন।
এস ভাই সমাদরে করি আলিঙ্গন॥

ভিক্ষা-বৃত্তি ছেড়ে সবে লাগ কোন কাজে।
মোস্লেম-ভিক্ষুক দেখে মরে যাই লাজে॥
'হাটা-কাট্টা' জওয়ানেরা ভিক্ষা মেগে খায়।
লজ্জা ও শরম নাই হায় হায় হায়!!!
কর সবে ভিক্ষুকের মূল উৎপাটন।
এসহে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন॥

চোর চোট্টা মিথ্যাবাদী আর ব্যভিচারী।
ঘুষখোর সুদখোর দস্যু অত্যাচারী ॥
নিন্দুক নির্লজ্জ যত সমাজ কণ্টক।
উপদেশ দিয়া পথে আনিবে 'বেশক' ॥
স্বজাতিদ্রোহীর নাম না থাকে যেমন।
এসহে কৃষক এস করি আলিঙ্গন ॥

অপব্যয় পরিহর, আয় পরিমাণ—
ব্যয় কর সব ভাই হয়ে সাবধান ॥
আয়ের চতুর্থ অংশ জমা'তে হইবে।
বিপদে আপদে যাহা কাজেতে আসিবে ॥
আয় বুঝে ব্যয় কর ওহে ভ্রাতৃগণ।
এস এস কাছে এস করি আলিঙ্গন ॥

আলেমের কাছে শিখে মস্‌লা জাকাতের।
সময়ে জাকাৎ দিবে না করিবে 'দের' ॥
চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে।
ইহার উত্তম ফল পরকালে পাবে ॥
হে কৃষক জাকাৎ দাওহে সর্ব্বজন।
এস এস কাছে ভাই করি আলিঙ্গন ॥

বিবাহ খতনা কিম্বা নমক-চুষিতে।
না কর অধিক ব্যয় ভরিয়া খুশিতে॥
পরিমিত ব্যয় কর হয়ে সাবধান।
ঠিক আপনার অবস্থার পরিমাণ॥
এ সকল উপদেশ করহ গ্রহণ।
এসহে স্নেহের ভাই করি আলিঙ্গন॥

যত সংক্ষেপেতে হয় সারিবেক কাজ।
নাম ফাটা'য়ো না কেহ ঘুচাইতে লাজ॥
ঋণ করি এ সকল কাজ না করিবে।
কর যদি একেবারে 'গারস্ত' হইবে॥
খোদার হুকুম কম খরচ করণ।
এসহে কৃষক-বন্ধু করি আলিঙ্গন॥

বিবাহেতে কোন পক্ষ পণ না লইবে।
পণের গৃহীত টাকা হারাম জানিবে॥
হারামের অর্থ নিলে হবে না মঙ্গল।
এই পাপে নিশ্চয় যাইবে রসাতল॥
পরিহর সকলেই এ পণ গ্রহণ।
এসহে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন॥

আয়ের চৌষট্টী ভাগ হ'তে এক ভাগ।
কওমী কাজেতে দাও করে অনুরাগ॥
টাকায় একটী পয়সা কর সবে দান।
যাতে হবে সমাজের প্রভূত কল্যাণ॥
এ কাজেতে কেহ নাহি হইবে কৃপণ।
এস হে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন॥

কৃষক সমিতি মাঝে সেই টাকা দিবে।
প্রদত্ত টাকায় মহা 'ফায়দা' হইবে॥
সমিতির 'বনিয়াদ' হইবে মজ্‌বুত।
জাতীয় 'আখ্‌বার' হবে কওমের দূত॥
স্কুল ও কলেজ আদি করিবে স্থাপন।
এস ভাই স্নেহ-ভরে করি আলিঙ্গন॥

"কৃষি গোলা" কর সবে উৎসাহে মহান্।
যাতে হবে কওমের মঙ্গল বিধান॥
দুর্ভিক্ষ "আকাল" কালে সে গোলা হইতে।
সাহায্য পাইবে সবে নিয়মিত মতে॥
স্বজাতির হিত-ব্রত কর উদ্‌যাপন।

সময় সময় যারা অভাবে পড়িবে।
বিনা লাভে শস্য ধার তাহারা লইবে॥
জন্মিলে ফসল তাহা করিবেক শোধ।
ইহাতে করিবে কত উপকার বোধ॥
সবে কিছু কিছু শস্য করিবে অর্পণ।
এস ভাই স্নেহ-ভরে করি আলিঙ্গন॥

পাড়ায় পাড়ায় কর মস্‌জেদ নির্ম্মাণ।
জমাতে নমাজ পড় যত মুসলমান॥
স্থানে স্থানে জুম্মা ঘর করহ তৈয়ার।
যাতে হবে উপাসনা ভ্রাতৃ-ভাব আর॥
সপ্তাহান্তে হইবেক শুভ-সম্মিলন।
এস এস প্রীতি-ভরে করি আলিঙ্গন॥

জুম্মার এমাম হবে 'ওয়ায়েজ' এমন।
উপদেশ দিতে পারে 'দস্তুর' মতন॥
'নছিহত' করিবেক সুযোগ্য এমাম।
অর্থ করি শুনাইবে খোদার কালাম॥
পরস্পর মিলিবেক হ'য়ে 'খুশি' মন।
এসহে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন।

পরস্পরে জিজ্ঞাসিবে মঙ্গলামঙ্গল।
সমান ভাবিবে সবে সবল দুর্ব্বল॥
রোগীর খবর লবে 'মুছল্লি' ভা'য়ের।
সাহায্য দরকার হ'লে না করিবে 'দের'॥
অভাব থাকিলে কারো করিবে পূরণ।
এস ভাই নিকটেতে করি আলিঙ্গন॥

নিন্দা "শেকায়েত" কভু মস্‌জেদে বসিয়া।
করিবে না করিবে না শুন মন দিয়া॥
কওমী ভালাই কিসে করিবে "আঞ্জাম"।
করিবে তাহার সৎযুক্তি অবিরাম॥
কাহার অনিষ্ট চিন্তা করো না কখন।
এসহে কৃষক এস করি আলিঙ্গন॥

সালিস হইবে যেই, হবে বিচারক।
হইও না কোন ক্রমে বিচার নাশক॥
'খাতেরে' লোভেতে কেহ অন্যায় বিচার—
না করিও, এ বিষয়ে হও 'হুশিয়ার'॥
'তরফ্‌কোশী' কর যদি হইবে মরণ।
এস ভাই স্নেহ-ভরে করি আলিঙ্গন॥

অন্যায় বিচারকারী "দোস্মণ" খোদার।
এ কথা স্মরণ রাখ বলি বার বার ॥
দুদিনের 'জেন্দেগানী' রাখিবে 'ইয়াদ'।
পৌঁছিবে খোদার কাছে 'মজ্‌লুম-ফরয়্যাদ' ॥
আল্লার বিচারে রক্ষা না পাবে কখন।
এস ভাই সমাদরে করি আলিঙ্গন ॥

সবল, দুর্ব্বল প্রতি না কর 'জুলুম'।
'জালেম' খোদার শত্রু, করিবে 'মালুম' ॥
ভাই সম পরস্পর কর ব্যবহার।
ছোট বড় নাই কিছু নিকটে খোদার ॥
"জালেম-জুলুম" ফল পাইবে ভীষণ ॥
এস ভাই প্রীতি-ভরে করি আলিঙ্গন ॥

বুদ্ধি খাটাইয়া সবে কর পরিশ্রম।
অনিয়মিত শ্রম কিছু করিবেক কম ॥
রোগ ব্যাধি হ'তে বাঁচ হয়ে সাবধান।
অচেৎ হেলায় হারাইতে হবে প্রাণ ॥
দেহ রক্ষা করি কাজ কর সর্ব্ব জন।
এস এস নিকটেতে করি আলিঙ্গন ॥

আপনাকে হীন জাতি কভু না ভাবিবে।
"মোস্লেম" সর্ব্বোচ্চ জাতি, মনেতে রাখিবে॥
অপর জাতির নীচ কাজ না করিবে।
যে কর্ম্মে তাহাকে তাহা হ'তে ফিরাইবে।
নীচ কাজে নীচ পথে যাইবেক মন।
এসহে কৃষক বন্ধু করি আলিঙ্গন॥

ধর্ম্ম পথে তোমাদের অনেক কণ্টক।
জাহেলীর ফল ইহা 'বেশক'—'বেশক'॥
অনেকেই সত্য ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি।
পৈশাচিক মতে মত্ত হয়ে কুতূহলি॥
খাঁটি আলেমের কথা করহ শ্রবণ।
এসহে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন॥

বাঙ্গালার নানাস্থানে নেড়ার ফকীর।
জীবন্ত পিশাচ রূপে হয়েছে 'জাহির'॥
শয়তানের চেলা তারা 'আদত' শয়তান।
'ফেরেবে' পড়িলে তার নাহি পরিত্রাণ॥
ভুলিয়াছে সত্য পথ সত্য নিরঞ্জন।
এসহে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন॥

নাহিক 'নমাজ-রোজা', 'অজু' 'তাহারত'।
'হালাল-হারাম' জ্ঞান হয়েছে 'গারত'॥
নিশ্চয় উহারা হয় 'মোশরেক' 'বেদীন'।
উহারা 'মোস্লেম' নয়, জানিবে 'একিন'।
পরিহর উহাদের সঙ্গ ভ্রাতৃগণ।
এস এস ভ্রাতৃগণ, করি আলিঙ্গন॥

শিয়া সুন্নি হও কিম্বা গায়ের্ মোকাল্লেদ।
পরস্পর বিবাদ না কর, শুন ভেদ॥
মনে মনে নিজ মত করহ পোষণ।
অন্যের মতের নিন্দা না কর কখন॥
'কওমী' বিবাদে রুগ্ন মোসল্মানগণ।
এসহে কৃষক-সখা করি আলিঙ্গন॥

সবাই থাকিবে পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার।
নোংরা জন ঘৃণাস্পদ হয় সবাকার॥
শরীর রাখিবে 'সাফ' বসন ভূষণ।
কৃষক 'গলিজ' কেন হইবে এমন?
পরিচ্ছন্ন হে কৃষক প্রীতির ভাজন।
এসহে নিকটে, স্নেহে করি আলিঙ্গন॥

ট্রান্স্‌ভালে বুয়রেরা সবাই কৃষক।
চাষ-বাস সকলেই করেন 'বেশক' ॥
কিন্তু তারা বিদ্যাবান জ্ঞানী 'হুশিয়ার';
মহা বীর মহা ধীর জ্ঞানের আধার ॥
তাদের বীরত্ব কথা জান সর্ব্ব জন।
এস ভাই ফুল্ল মনে করি আলিঙ্গন ॥

মুষ্টিমেয় বুয়রের প্রতাপ ভীষণ।
ভুলিবে না ইংরেজেরা জীবনে কখন ॥
সাহস বীরত্ব ধৈর্য্য আদি যত গুণ।
সর্ব্ব গুণে গুণবান্ কৃষক নিপুণ ॥
কৃষিই তাহাদের জীবনাবলম্বন।
এস কাছে হে কৃষক করি আলিঙ্গন ॥

প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার, সেনানী জুবেয়ার।
ক্রঞ্জি, বোথা, ডিউয়েট অনেকেই আর ॥
সবাই কৃষক ছিল, এখনো কৃষক।
গৌরব মণ্ডিত এরা, শস্য-উৎপাদক ॥
কর কর উহাদের পদানুসরণ।
এসহে কৃষক বন্ধু করি আলিঙ্গন ॥

বুয়র কৃষক শ্রেষ্ঠ কৃষিতে নিপুণ।
বর্ণিতে অক্ষম তাহাদের যত গুণ॥
মহা পরিশ্রমী আর মহা বলবান।
নাহি দেখি কোন জাতি তাদের সমান॥
কঠিন পার্ব্বত্য ভূমি করয় কর্ষণ।
এসহে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন॥

ডেন্‌মার্ক ক্ষুদ্র দেশ ইউরোপে হয়।
বঙ্গের বৃহৎ জেলা হ'তে বড় নয়॥
ময়মনসিংহ হ'তে নয় 'বাসেন্দা' অধিক।
কিন্তু তারা কর্ম্মবীর কৃষক নির্ভীক॥
শত শত কৃষি-স্কুল করেছে স্থাপন।
এসহে বঙ্গীয় চাষী করি আলিঙ্গন॥

ষাটি বৎসরের বৃদ্ধ স্কুলে পড়িতেছে।
হাতে ও কলমে কৃষি শিক্ষা করিতেছে॥
গাভী আছে দশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার।
গোশালা তাদের এক বিরাট ব্যাপার!!
বিক্রি হয় বিশ কোটী টাকার মাখন।
এসহে কৃষক বন্ধু করি আলিঙ্গন॥

মাখনের কারখানা হাজার পঞ্চাশ।
উনিশ শ দু সালের গণায় প্রকাশ॥
এখন বেড়েছে কত, কর অনুমান।
ভাব সে কৃষকদের কত উচ্চে স্থান!!
সাড়ে চারি শত টাকা গড়ে উপার্জ্জন—
করে প্রতি বর্ষে, এস করি আলিঙ্গন॥

কেনেনাল ডগ্‌লাস মহা কর্ম্মবীর।
দেশের দুর্দ্দশা দেখে হ'লেন অস্থির॥
করিলেন একটী সমিতি সংগঠন।
লইয়া যতেক চাষী কর্ম্মবীর গণ॥
করিল অদ্ভুত কার্য্য তারা সংসাধন।
এসহে কৃষক সখা করি আলিঙ্গন॥

তিন লক্ষ বিঘা জমি ছিল বালু ক্ষেত্র।
তৃণ ঘাস শস্য তাহে জন্মিত না মাত্র॥
সমিতির যত্ন আর পরিশ্রম ফলে।
হ'ল তাহা পরিণত সু-উর্ব্বরা স্থলে॥
জন্মিতে লাগিল শস্য প্রচুর তখন।
এস হে কৃষক এস, করি আলিঙ্গন॥

বালুক্ষেত্র হ'ল শস্যক্ষেত্র সুশোভন।
শোভিল শ্যামল শস্যে সে ভূমি তখন ॥
সমিতি সে স্থানে রেল গাড়ী চালাইল।
চতুর্দ্দিকে রাস্তা পথ বিস্তৃত করিল ॥
শোভিল উদ্যান রাজি নয়ন রঞ্জন।
এসহে কৃষক ভাই, করি আলিঙ্গন ॥

তাহাদের গাভী নহে অস্থি চর্ম্ম সার।
হয় তাহা বলবান প্রকাণ্ড আকার ॥
গাভীর না দেখা যায় অস্থি ও পঞ্জর।
মণাধিক দুধ দিতে না হয় কাতর ॥
করে কৃষকেরা কত গাভীকে যতন।
এসহে কৃষক ভ্রাতঃ করি আলিঙ্গন ॥

সেরূপ কৃষক হ'তে হও যত্নবান।
সুশিক্ষা করিয়া লাভ—হও হে কৃষাণ ॥
সামান্য চাকুরী তরে সুশিক্ষিত দল।
ছুটিয়া বেড়ায় বঙ্গে করি কোলাহল ॥
চাকুরী ছাড়িয়া কৃষিকার্য্যে দেহ মন।
সুশীল কৃষক এস, করি আলিঙ্গন ॥

যে জমিতে তারা করে ফসল আবাদ।
দেখিলে কৃষক তুমি গণিবে প্রমাদ॥
সবল পশুর দল, কৃষক সবল।
কৃষিই তাদের শুধু জীবন-সম্বল॥
তাদেরে সম্মুখে কর আদর্শ স্থাপন॥
এস হে কৃষক এস, করি আলিঙ্গন॥

এক খণ্ড জমি নাই বিহীন ফসল।
মনোহর ক্ষেত্রগুলি সুন্দর শ্যামল॥
যাদেরে কৃষক দেখ সবাই সাহেব।
কৃষি কাজে কেহই না ভাবেন 'আয়েব'॥
সেরূপ কৃষক হও বঙ্গবাসি গণ।
এসহে কৃষক করি স্নেহে আলিঙ্গন॥

বিহারী ও হিন্দুস্থানী কৃষক নিচয়।
কত কষ্টে কূপ হ'তে জল তুলে লয়॥
চল্লিশ পঞ্চাশ হাত নীচে আছে জল॥
চর্কী কলে তুলে তাহা কৃষক সকল॥
ক্ষেত্রেতে সেঁ জল দেয় করিয়া সেচন।
এসহে কৃষক সখা, করি আলিঙ্গন॥

হে কৃষক বঙ্গময় করহ ভ্রমণ।
দেখহ কোথায় জন্মে ফসল কেমন॥
কোথা কোন শস্যাদির হইছে আবাদ।
দেখিয়া মিটাও চক্ষু কর্ণের বিবাদ॥
সকল শস্যের চাষ কর চাষিগণ।
এস এস স্নেহ-ভরে করি আলিঙ্গন॥

অনেক জেলার যত চাষী অর্ব্বাচীন।
শুধু ধান চাষ করি কাটাইছে দিন॥
বার মাস কাল শুধু একই ফসল।
কারণ ইহার মাত্র অজ্ঞতা কেবল॥
হেন অজ্ঞতার মূল করহ চ্ছেদন।
এসহে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন॥

রবিশস্য অনেক জেলাতে মাত্র নাই।
ধান্য একমাত্র শস্য দেখিবারে পাই॥
আশা মত ফল তাতে কেমনে পাইবে।
কাজেই দারিদ্র্য-দশা কেমনে যাইবে?
আলস্য জড়তা সব ত্যজ চাষিগণ।
এসহে সস্নেহে তোমা করি আলিঙ্গন॥

থাকিবে আকাশ পানে তাকায়ে সবায়।
কবে হবে বারিপাত সেই ত আশায়॥
বৃষ্টি হ'লে হ'ল চাষ নচেৎ নিরাশ।
ইথে শুধু অলসতা পাইছে প্রকাশ॥
শ্রম করি কর সবে পানি উত্তোলন।
এসহে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন॥

কৃষি কার্য্য ঘৃণ্য নহে 'একিন' জানিবে।
উচ্চ প্রণালীতে সবে এ কাজ করিবে॥
কৃষকের "চাষা" নাম বড়ই ঘৃণিত।
ঘৃণা-লব্ধ এই নাম কর বিদূরিত॥
আদর্শ কৃষক হও, ওহে ভ্রাতৃগণ।
এসহে নিকটে, স্নেহে করি আলিঙ্গন॥

চাষ উপযুক্ত ভূমি যা আছে যাহার।
একটুও ত্যাগ নাহি করিবে তাহার॥
সকল জমিতে চাষ করহ প্রচুর।
নিশ্চয় হইবে তবে অর্থাভাব দূর॥
রেড়ি বৃক্ষ স্থানে স্থানে করহ রোপণ।
এসহে কৃষক এস করি আলিঙ্গন॥

স্থানে স্থানে অড়হর গাছ জন্মাইবে।
ফলের সঙ্গেতে কাষ্ঠ তাহাতে পাইবে॥
কার্পাসের গাছ গৃহ আশে-পাশে দাও।
যতন করিয়া সবে এ সব লাগাও॥
শূন্য স্থান এক বিন্দু রে'খ না কখন।
এসহে কৃষক ভাই, করি আলিঙ্গন॥

খেজুরের গাছ খুব করহ বপন।
বিঘা প্রতি পাঁচ শত করিবে রোপণ॥
গাছ প্রতি এক টাকা হইবেক আয়।
কম পক্ষে ইহা, ফলে বেশী পাওয়া যায়॥
খেজুর আবাদ কর দক্ষ চাষিগণ।
এস এস ভ্রাতৃভাবে করি আলিঙ্গন॥

খেজুরের রসে গুড়, গুড়ে চিনি হয়।
খাইতে সুস্বাদ গুড় সু আস্বাদ ময়॥
বঙ্গের সকল জেলাবাসি নরগণ।
খেজুরের এ গুণ না জানে কদাচন॥
খেজুরের চাষে অর্থ কর উপার্জ্জন।
এসহে কৃষক সখা করি আলিঙ্গন॥

গুড়, চিনি, মাৎগুড় খেজুরেতে হয়।
উৎকৃষ্ট "হাজারি গুড়" খ্যাত দেশময়॥
মন দিয়া কর যদি খেজুর বাগান।
লভিবে প্রচুর অর্থ শুনহ সন্ধান॥
সহজেই জন্মে গাছ না চাই যতন।
এসহে কৃষক বন্ধু করি আলিঙ্গন॥

গাছ কাটে যারা, 'গাছি—'শিউলি'ও বলে।
ভাল রূপ গাছ কাটা জানে না সকলে॥
মূর্খ শিউলিরা গাছ এমনি কাটিবে।
অল্প দিন পরে গাছ মরিয়া যাইবে॥
সে জন্যেতে ভাল গাছি কর আনয়ন।
এসহে কৃষক বন্ধু, করি আলিঙ্গন॥

ফরিদপুর জেলা আর পশ্চিমে ঢাকার। *
উৎকৃষ্ট শিউলি আছে যোগ্য প্রশংসার॥
সেখান হইতে গাছি করি আনয়ন।
করহ গুড়ের কাজ চাষী ভ্রাতৃগণ॥
পাইবে তা হ'লে ফল মনের মতন।
এস ভাই দৃঢ় ভাবে করি আলিঙ্গন॥

---

* শুনিতে পাই, নদীয়া জেলার মেহেরপুর, করিমপুর, গাংনি ও গাঁড়াডাব প্রভৃতি স্থানেও ভাল ভাল গাছি আছে।

নিজে শিখে লও গাছ কাটার নিয়ম।
কোন মতে যেন নাহি হয় ব্যতিক্রম॥
শিখহ গুড়ের কাজ পাটালি ঢালিতে।
পাইবে প্রচুর লাভ খেজুর হইতে॥
বুঝিয়া শিখহ কাজ করিয়া যতন।
এস এস ভ্রাতৃগণ করি আলিঙ্গন॥

বাড়ীর রাস্তার পার্শ্বে, বাগানের ধারে।
লাগাও খেজুর চারা দু হাত অন্তরে॥
অকর্ম্মণ্য স্থান যাহা কাজে নাহি লাগে।
পুতে দেও চারা সব তার মধ্য ভাগে॥
অকর্ম্মণ্য স্থান হ'তে পাবে বহু ধন।
এসহে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন॥

খেজুরের মত লাভ তালের বাগানে।
এ কথা না আমাদের কৃষকেরা জানে॥
কিন্তু গাছ বড় হ'তে লাগিবে সময়।
দু দশ বৎসরে ইহা হইবার নয়॥
পুকুরের ধারে তাল করহ রোপণ।
এসহে কৃষক বন্ধু করি আলিঙ্গন॥

তাল গাছ বাড়ী হ'তে দূরে লাগাইবে।
ঘন চারা পুতিলেও দোষ না হইবে॥
বিঘাতে দু শত গাছ রোপণ করিলে।
গাছ প্রতি পাঁচ টাকা দিবে বড় হ'লে॥
করহ তৈয়ার সবে তাল কুঞ্জবন।
এসহে কৃষক পাশে, করি আলিঙ্গন॥

তালের উৎকৃষ্ট গুড়, মিশ্রি হয় ভাল।
তৈয়ার করিতে বেশী নাহিক জঞ্জাল॥
তালের মিছরী বহু উপকারী হয়।
পাটালি সুগন্ধি অতি খেতে মধুময়॥
এহেন তালের চাষ কর বন্ধুগণ।
কাছে এস হে কৃষক, করি আলিঙ্গন॥

হাওড়া মেদিনীপুর ডায়মণ্ড হার্‌বার।
এ সব স্থানেতে তাল-গুড়ের কার্‌বার॥
করিতে তালের গুড় পটু কারিগর।
পাইবে ও সব স্থানে খুজিলে বিস্তর॥
গাছ প্রতি পাঁচ টাকা কম কি কখন?

মান কচু ওল কচু করহ আবাদ।
পূর্ণ হবে অর্থ উপায়ের কিছু সাধ॥
উৎকৃষ্ট জাতীয় কচু ওলের পত্তন।
করিবে যতন করি কৃষক নন্দন॥
লাভ পেয়ে খুশী হবে, আনন্দিত মন।
এসহে কৃষক বন্ধু করি আলিঙ্গন॥

লঙ্কা মরিচের চাষ কর সাবধানে।
সর্ব্বত্র ইহার চাষ ভাল নাহি জানে॥
লঙ্কা ক্ষেত্র দেখ যশোহর খুলনার।
ছোট ছোট বৃক্ষে বড় লঙ্কা কি বাহার!!
মরিচের চাষে অর্থ কর উপার্জ্জন।
এসহে কৃষক এস, করি আলিঙ্গন॥

মেহগ্নি সেগুণ শিশু বৃক্ষ মূল্যবান।
যত্ন করি কর সবে ইহার বাগান॥
কিন্তু নিজে ফল এর লভিতে নারিবে।
পরিপক্ক হ'তে গাছ সময় লাগিবে॥
অবশ্য লভিবে ফল পুত্র পৌত্রগণ।
এস ভাই স্নেহ-ভরে করি আলিঙ্গন॥

এ সকল গাছ যদি পরিপক্ক হয়।
শত ও সহস্র টাকা মূল্য সুনিশ্চয়॥
হইলে শতেক গাছ এক জমিদারী।
ইহার বাগান খুব কর যত্ন করি।
চারা পুতে ঘিরে দাও করহ যতন।
এসহে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন॥

সুপারি বাগান কর হবে খুব লাভ।
এ কাজে নিশ্চয় দূর হবে অর্থাভাব॥
বাকরগঞ্জ জেলা মাঝে শাহবাজপুরে।
তত্ত্ব নিলে জানিবে সকল ভাল করে॥
হবে তথা বাগানের তথ্য নিরূপণ।
এসহে কৃষক, করি দৃঢ় আলিঙ্গন॥

সুপারির বাগানেতে লাভ সুপ্রচুর।
যত্নে মিলিবেক রত্ন কষ্ট হবে দূর॥
বাঙ্গালার প্রায় স্থানে জন্মিবে গুবাক্।
এ কথায় কেহ নাহি হইবে অবাক্॥
সুনিয়মে কর সবে সুপারি রোপণ।
এস এস হে কৃষক। করি আলিঙ্গন॥

সমুদ্র নিকটবর্ত্তী জেলা যে সকল।
সুপ্রচুর নারিকেল জন্মে সে সে স্থল॥
নোয়াখালি বরিশাল ত্রিপুরা জেলায়।
যশোর খুলনা ও ২৪ পরগণায়॥
হাওড়া জেলায় নারিকেল অগণন।
এসহে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন॥

সুন্দরবনের যত আবাদ নূতন।
নারিকেল খুব জন্মে করিলে যতন॥
"মোরেলগঞ্জ" নামে স্থান খুলনা জেলায়।
নার্‌কেলের কি সুন্দর বাগান তথায়॥
আবাদে যাইয়া কর নার্‌কেল রোপণ।
এসহে কৃষক এস, করি আলিঙ্গন॥

সটির জঙ্গল আছে বঙ্গেতে বিস্তর।
মারিতে এদেরে রত কৃষক নিকর॥
মারিলেও নাহি মরে এমন বালাই।
তাতেও লাভের বস্তু দেখহ সবাই।
বানাও সটির "পোলো" হে কৃষকগণ।
এস এস স্নেহ-ভরে করি আলিঙ্গন॥

উত্তম আবির হয় সটিতে তৈয়ার।
হোলি পর্ব্বে হিন্দুগণ করে ব্যবহার ॥
সামান্য লাভের দ্রব্য না হয় আবির।
তৈয়ার করিয়া দেখ কৃষক সুধীর ॥
রয়েছে লাভের দ্রব্য দেশে অগণন।
এসহে কৃষক ভায়া করি আলিঙ্গন ॥

লাভের কতই কৃষি আছে বাঙ্গালায়।
বিদ্যার অভাবে কেহ জানিতে না পায় ॥
চেষ্টার অভাবে ফল ফলে না মধুর।
তাহাতেই দরিদ্রতা নাহি হয় দূর ॥
বিদ্যা শিখ, যত্ন কর, হে কৃষকগণ।
এসহে নিকটে, স্নেহে করি আলিঙ্গন ॥

রেশমের গুটিপোকা করিয়া পালন।
তুত ক্ষেত করি কর অর্থ উপার্জ্জন ?
রাজশাহী জেলা এই কাজে অগ্রগণ্য।
তত্রত্য কৃষকগণ এই কাজে ধন্য ॥
রেশমের ব্যবসায় সুন্দর কেমন।
এসহে কৃষক ভাই, করি আলিঙ্গন ॥

মেদিনীপুরেতে হয় মাদুরের কাটি।
বানায় মাদুর সপ, তথা পরিপাটী ॥
করহ কাটির চাষ, বানাও মাদুর।
অচিরে হইবে তব অর্থাভাব দূর ॥
মাদুর তৈয়ার শিক্ষা কর ভ্রাতৃগণ।
এস কাছে স্নেহ-ভরে করি আলিঙ্গন ॥

শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম পাটীর মোকাম।
সিলেটী পাটীর আছে সর্ব্বত্র সুনাম ॥
চাটগাঁর পাটী শস্তা, মোটা-সরু হয়।
বরিশাল ফরিদপুরেও মন্দ নয় ॥
পাটীর গাছের চাষ কর সর্ব্ব জন।
এস ভাই প্রিয় ভাবে করি আলিঙ্গন ॥

শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা আর জেলা চাটগাঁয়।
বাঁশের বেতের শিল্প খুব দেখা যায় ॥
ময়মনসিংহ ঢাকা আর বরিশালে ভাই।
কম বেশ এই শিল্প দেখিবারে পাই।
এই সব শিল্পে অর্থ কর উপার্জ্জন।
এস এস স্নেহ-ভরে করি আলিঙ্গন ॥

জাপানের কথা শুন দৃষ্টান্ত স্বরূপ।
দেখহ জাপানিগণ জীবন্ত কিরূপ॥
বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে জাপানী মাদুর।
বিশ হাজার টাকার যাইত দূর দূর॥
কিছু নাহি ছিল দেখ উন্নতি তখন।
এসহে কৃষক বন্ধু করি আলিঙ্গন॥

এবে কোটী কোটী টাকা মাদুর বেচিয়া
জাপানী বিদেশ হ'তে যাইছে লইয়া॥
এদেশের দেশী সপ হইতে জাপানী—
সুলভেতে পাওয়া যায় স্তব্ধ হবে শুনি॥
এই রূপে হয়ে থাকে উন্নতি সাধন।
কথা শুন, এস কাছে করি আলিঙ্গন॥

হলুদ রশুন ধনে আদা ও পেয়াজ।
এ সবের চাষ কর কৃষক সমাজ॥
মুগ বুট ছোলা আর কলাই মসূর।
বঙ্গের সর্ব্বত্র ইহা জন্মে সুপ্রচুর॥
এ সবের উন্নতিতে খুব দাও মন।

জিরা মৌরী তিল আর সরিষা ও তিশি।
বাণিজ্য জগতে যার টান অহর্নিশি॥
আলু ও পটল ঝিঙ্গে তরই বেগুণ।
ঢেরস চিচিঙ্গে প্রত্যেকের ভিন্ন গুণ॥
শোলা কচু পানি কচু আদরের ধন।
এস এস হে কৃষক করি আলিঙ্গন॥

ভূট্টা যব বিন্নি ধান গোধূম ও চিনা।
সুন্দর সুন্দর শস্য এ সকল কি না?
ইক্ষু ও মূলার চাষ সুলাভ জনক।
করিতে উন্নতি এর কি আছে আটক?
কুসুম ফুলের চাষ কর ভ্রাতৃগণ।
এস কাছে স্নেহ-ভরে করি আলিঙ্গন॥

করলা ও শশা সিম লাউ ও কুমড়া।
বরবটী কাঁকরোল ধুন্দুল ও খিরা॥
বিলাতী বেগুণ ফুলকপি শালগম।
ওল কপি বান্ধা কপি কোন্‌টীইবা কম?
উৎকৃষ্ট বিলাতী শাক আছে অগণন।
এস হে কৃষক বন্ধু করি আলিঙ্গন॥

কাঁকুর তরমুজ ফুটি আর খরবুজা।
উৎকৃষ্ট এ সব ফল খেতে খুব মজা॥
চীনে আলু—মাটিকড়াই ও শকরকন্দ।
এ সব কৃষির কোনটাই নহে মন্দ॥
বঙ্গেতে জন্মায় সব করিলে যতন।
এসহে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন॥

ফল মাঝে আম জাম আর আনারস।
কুল বেল আতা পিচ পেয়ারা সুরস॥
কাঁটাল কমলা নেবু নিচু ও শরবতি।
আঁস ফল পেঁপে কলা আর নাসপাতি॥
এ সব বাগান কর করিয়া যতন।
এসহে কৃষক এস, করি আলিঙ্গন॥

পাতি নেবু গোরা নেবু কাগজি জাম্বির।
কর কর বাগান সুমিষ্ট বাতাবির॥
কামরাঙ্গা কতবেল আমড়া জামরুল।
'কাউ' 'ডৌয়া' 'পেনেলা' 'লটকা' টক কুল॥
এ সকল কিছু রাখ যথা প্রয়োজন।
এসহে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন॥

কদলীর চাষ যারা শিখিবারে চাও।
ঢাকার নিকটে রামপালে চলে যাও॥
বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী রামপাল।
বিক্রমপুরেতে এই স্থান সুবিশাল॥
কদলী বাগান তথা নয়ন রঞ্জন।
এসহে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন॥

পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ের খোক্‌সা ও পাংসায়।
গোয়ালণ্ড, রাজবাড়ী ইত্যাদি জায়গায়॥
জন্মে সুবৃহৎ তরবুজ উৎকৃষ্ট।
যেমন সুন্দর বর্ণ তেমনি সুমিষ্ট॥
বীজ নিয়ে চাষ তার কর চাষিগণ।
এসহে কৃষক বন্ধু করি আলিঙ্গন॥

বাঙ্গালার মাটী খাঁটি, সোনা ইথে ফলে।
কত ফল মূল আছে বনেও জঙ্গলে॥
কবিরাজী গাছ গাছড়া আছে অগণন।
নানা ঔষধেতে তাহা সাধে প্রয়োজন॥
বিলাতী ঘাসের চাষ কর ভ্রাতৃগণ।
এসহে কৃষক সখা, করি আলিঙ্গন॥

বিলাতী আলুর চাষে অসম্ভব লাভ।
রীতিমত কর চাষ ঘুচিবে অভাব॥
বিঘা প্রতি ষাট মণ আশি মণ হয়।
পরীক্ষা হয়েছে এর গল্প কথা নয়॥
আলুর চাষেতে চাষী লাগাও হে মন।
এসহে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন॥

উৎকৃষ্ট আখের চাষ কর সাবধানে।
হইবে যথেষ্ট লাভ সুখ পাবে প্রাণে॥
আক মারা কলে রস বাহির করিবে।
রস জ্বাল দিয়া ভাল গুড় বানাইবে॥
গুড় দিয়া চিনি কর উপদেশ শুন।
হে কৃষক কাছে এস করি আলিঙ্গন॥

হাদী * সাহেবের চিনি বানাবার কল।
অনেকে মিলিয়া আন পাবে খুব ফল॥
চার পাঁচ ঘণ্টায় ইক্ষু হ'তে চিনি হবে।
এমন সহজ পন্থা শুনিয়াছ কবে?
ধনিগণ এই কল কর আনয়ন।
এসহে কৃষক সখা করি আলিঙ্গন॥

---

* মিঃ হাদী (ইঁনি মুসলমান) যুক্ত প্রদেশস্থ কৃষি বিভাগের সহকারী ডাইরেক্টর। ইঁহার আবিষ্কৃত চিনির কল পরীক্ষায় অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া স্থির হইয়াছে।

কর তামাকের চাষ উত্তম প্রকার।
যেয়ে দেখ রঙ্গপুর ও কোচবিহার॥
পূর্ণিয়া ও মতিহারী তাম্বাকের স্থান।
সেখানে যাইয়া শিখ চাষের বিধান॥
চব্বিশ পরগণায় দেখ ভ্রাতৃগণ।
এসহে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন॥

জাগহে কৃষক ভাই, আর ঘুমিও না।
অলস ভাবেতে আর দিন কাটিও না॥
শিক্ষা লভি উন্নতির পথ খুজি লও।
সময় থাকিতে সবে সাবধান হও॥
মোকদ্দমা হ'তে 'বাজ' থাক ভ্রাতৃগণ।
এসহে সাদরে তোমা করি আলিঙ্গন॥

স্মরহ আপনাদের পূর্ব্ব ইতিহাস।
পূর্ব্বের গৌরব স্মরি হও হে উল্লাস॥
উৎসাহেতে কার্য্যক্ষেত্রে হও অগ্রসর।
ভরসা রাখহ সবে খোদার উপর॥
মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জ্জন।
এসহে প্রাণের ভাই করি আলিঙ্গন॥

স্পেনের মোস্লেমগণ এ কৃষি বিস্তার।
করিয়াছিলেন উন্নতি চমৎকার ॥
আদর্শ কৃষির ক্ষেত্র উন্নতি কৃষির।
করেছিল শহরে ও ভিতরে পল্লীর ॥
কত শত খাল নালা করিল খনন।
এসহে কৃষক বন্ধু, করি আলিঙ্গন ॥

আদর্শ উদ্যান কত নগরে নগরে।
করেছিল মুসলমান উৎফুল্ল অন্তরে ॥
হাতে কলমেতে শিক্ষা করিত প্রদান।
শিখিল তথায় কৃষি য়ুরোপী খ্রীষ্টান ॥
সে শিক্ষায় সমুন্নত ইউরোপীগণ।
এসহে কৃষক এস, করি আলিঙ্গন ॥

স্পেনের মতন অই এরাকে মিসরে।
করেছিল উৎকর্ষ মোস্লেম নিকরে ॥
অবশ্য এখন তাহা অনেক মিটেছে।
তবু মিসরেতে কিছু কিছুটা রয়েছে ॥
স্বজাতির সে গৌরব করহ স্মরণ।

সমুদ্রেতে যাবা দ্বীপ ডচ্ অধিকার।
ছিলেন মুস্লেম আগে বাদশা তাহার॥
এখনও সে যাবার যত মুসলমান।
কৃষি কার্য্যে সিদ্ধহস্ত, তাই ধনবান॥
হজ্জার্থে মক্কায় সবে করয় গমন।
এসহে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন॥

হাজী সাহেবেরা জানে 'হাল' জাভীদের।
কত অর্থ সঙ্গে থাকে জাভী হাজিদের॥
সহস্র সহস্র জাভী হাজী দেখা যায়।
গরীব 'মিছকিন' কিন্তু খুজে পাওয়া দায়॥
ধনী মাত্রে হাজী তারা, ধার্ম্মিক এমন।
এসহে কৃষক এস, করি আলিঙ্গন॥

মরিশশ ত্রিনিদাদ কিম্বা গায়েনায়।
ফিজি দ্বীপ জ্যামেকা ও পূর্ব্ব আফ্রিকায়॥
যাইয়া এ ভারতের মুসলমানগণ।
করিতেছে কৃষি কার্য্য উল্লাসিত মন॥
ইক্ষু চাষ তাহাদের শ্রেষ্ঠাবলম্বন।
নিরীহ কৃষক এস করি আলিঙ্গন॥

যায় দিন চলে যায় অমূল্য সময়।
এক বার গেলে আর আসিবার নয়॥
সময় থাকিতে কাজ করহে 'আশুাম'।
লভিবে সুফল খুব পাইবে 'আরাম'॥
মনে মুখে আল্লা নাম কর উচ্চারণ।
এস কাছে, স্নেহ-ভরে করি আলিঙ্গন॥

দিন দুনিয়ার ভাল যাতে হয় কর।
কাজ করি "কর্ম্মবীর" এই নাম ধর॥
ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করি হও ধর্ম্মবীর।
উপদেশ ধর যত কৃষক সুধীর॥
ইস্লাম-গৌরব সবে করহ বর্দ্ধন।
এসহে আদরে ভাই করি আলিঙ্গন॥

মিথ্যা কথা দর্প গল্প কর পরিহার।
ধীর ভাবে কাজ কর হয়ে 'হুশিয়ার'॥
কাম ক্রোধ লোভ আদি রিপু কর ত্যাগ।
সৎকর্ম্মে প্রদর্শন কর অনুরাগ॥
ঘৃণিত জঘন্যাভ্যাস করহ বর্জ্জন।

বদ কথা বদ চিন্তা 'বেহুদা' 'খেয়াল' ॥
একেবারে সবে করে দাও 'পারমাল' ॥
উচ্চ 'খেয়ালে'তে আত্মা করহ ভূষিত।
ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলেই কর নিয়মিত ॥
"আল্লা" নাম কর, করি গভীর গর্জ্জন।
এসহে এসহে ভাই করি আলিঙ্গন ॥

বালক যুবক বৃদ্ধ পুরুষ রমণী।
হৃদয়ে ধারণ কর ধর্ম্ম মহামণি ॥
সকলেই হও ভাই খাঁটি মুসলমান।
লভিবে উন্নতি আর হইবে কল্যাণ ॥
উন্নতির উচ্চ মঞ্চে কর আরোহণ।
এস, বাহু প্রসারিয়া করি আলিঙ্গন ॥

একতা বলেতে সবে হবে বলীয়ান।
হও জ্ঞান বলে ভাই উচ্চ গরীয়ান ॥
দোষ রাশি এক এক করি পরিহর।
সর্ব্ববিধ সদ্‌গুণ হৃদয়েতে ধর ॥
পরিহর নীচ কার্য্য নীচ আচরণ।
এসহে প্রাণের ভাই, করি আলিঙ্গন ॥

অজ্ঞানতা অন্ধকার কর সব দূর।
'তরক্কি' হইবে তবে 'জরুর জরুর' ॥
লভ যদি সকলেই "ধর্ম্ম-স্পর্শমণি"।
ঘুচিবেক দৈন্য দশা, সবে হবে ধনী ॥
"আল্লা" নামে কর সবে গভীর গর্জ্জন।
এস এস স্নেহ-ভরে করি আলিঙ্গন ॥

লাভের কতই কৃষি সম্মুখেতে ধরা।
তুলিয়া লও না অর্থ, মৃত্তিকায় পড়া ॥
কোন্ শস্য কোন্ ফল ফলে কোন্ স্থানে।
করহ সন্ধান তার বিবিধ বিধানে ॥
যত্নে সেই ফল শস্য কর উৎপাদন।
এসহে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন ॥

মেষ ও ছাগল পোষ, পালহ মহিষ।
মাখন পনির কর হইয়া হরিষ ॥
করহ ঘাসের ক্ষেত্র গবাদি পশুর।
রয়েছে বিলাতী ঘাস রকম প্রচুর ॥
ঘাসেতে হইবে খুব অর্থ উপার্জ্জন।

বাঙ্গালার চতুর্দ্দিকে আছে বহু জমি।
কৃষকের জন্য কভু না হইবে কমি॥
পার্ব্বত্য ত্রিপুরা মাঝে, পাহাড় উপরে।
অনাবাদী কত জমি রহিয়াছে পড়ে॥
সেথানে যাইয়া জমি করহ গ্রহণ।
কাছে এস হে কৃষক করি আলিঙ্গন॥

শ্রীহট্ট কাছাড়ে আছে বহু জমি পড়ে।
জমীদার হ'তে লও বন্দোবস্ত করে॥
পূর্ব্ব দিকে সুবিস্তৃত আসাম প্রদেশ।
কৃষির উদ্দেশ্যে তথা করহ প্রবেশ॥
আসামে যাইয়া জমি করহ গ্রহণ।
এসহে কৃষক বন্ধু, করি আলিঙ্গন॥

দক্ষিণে সুন্দর বন বিস্তৃত মহাল।
যাহার দক্ষিণে আছে সাগর বিশাল॥
সে সুন্দর বনে গিয়া খুব জমি লও।
আবাদ করিয়া সবে ধনবান হও॥
সুন্দর বনেতে উপনিবেশ স্থাপন—

সুবিশাল বর্ম্মা দেশ বিশেষ উর্ব্বর।
রয়েছে বিস্তর জমি, যাও না সত্বর॥
কর তথা গিয়া উপনিবেশ স্থাপন।
শীঘ্রই হইবে ধনী কৃষক নন্দন॥
ব্রহ্ম দেশে গিয়ে জমি করহ গ্রহণ।
এসহে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন॥

পশ্চিমেতে ছোট নাগপুর প্রদেশেতে।
রয়েছে বিস্তর জমি গবর্ণমেণ্ট-হাতে॥
জমীদার হস্তে আছে জমি বহুতর।
যাও যাও হে কৃষক, সেথানে সত্বর॥
ছোটনাগপুরে জমি লওহে পত্তন।
এসহে কৃষক করি দৃঢ় আলিঙ্গন॥

উৎকলে করদ রাজ্য রয়েছে বিস্তর।
সেথানে পাইবে জমি সরস উর্ব্বর॥
উত্তম উত্তম জমি রয়েছে সেথানে।
যাওহে কৃষক যাও তাহার সন্ধানে॥
উড়িষ্যায় যেয়ে জমি করহ গ্রহণ।
এসহে কৃষক এস করি আলিঙ্গন॥

সাঁওতাল পরগণা কিম্বা গৌড়—মালদহে।
প্রাচীন পাণ্ডুয়া মাঝে জমি কম নহে॥
বগুড়া দিনাজপুরে রয়েছে জঙ্গল।
কৃষি তরে জমি লও হইবে মঙ্গল॥
কুচ্‌বিহারেও জমি লও ভ্রাতৃগণ।
এসহে কৃষক সখা করি আলিঙ্গন॥

জলপাইগুড়ি জেলা তরাই প্রদেশ।
আলিপুর দুয়ারাদি করিয়া বিশেষ॥
তথায় বিস্তর জমি রয়েছে পতিত।
যাওহে কৃষক তথা হইয়া ত্বরিত॥
অই সব স্থানে জমি করহ গ্রহণ।
এসহে কৃষক ভ্রাতঃ, করি আলিঙ্গন॥

ঢাকার উত্তরে আছে পরগণা ভাওয়াল।
তাহাতে এখনও বন রয়েছে বিশাল॥
ময়মনসিংহে আছে মধুপুর গড়।
আটিয়ার গড় আছে আটিয়া ভিতর॥
যাওহে সেখানে জমি করহ গ্রহণ।

বাঙ্গালার বড় বড় নদীতে যে চড়।
কত জমি রহিয়াছে তাহার ভিতর॥
বড় বড় বিলে জমি রয়েছে পতিত।
যাওহে কৃষক তথা হয়ে উৎসাহিত॥
তথা গিয়ে কৃষি ক্ষেত্র করহ স্থাপন।
এসহে কৃষক করি দৃঢ় আলিঙ্গন॥

কৃষি কার্য্য ঘৃণ্য নহে 'একিন' জানিবে।
মন্দ যদি জান তাতে 'গোনাগার' হবে॥
হজরত আদম, আদি পুরুষ সবার।
তিনি করেছেন চাষ, হাতে আপনার॥
প্রথম কৃষক তিনি, করহ স্মরণ।
এসহে কৃষক-রত্ন করি আলিঙ্গন॥

কৃষকেতে ধনী নাই, বলি না এমন।
হ'তে পারে হাজারেতে দুই দশ জন॥
হ'লে অর্থ কি হইবে, শুষে জমীদার।
অথবা শুষিয়া লয় কর্ম্মচারী তাঁর॥
ধন হ'লে কৃষকেরা সুদে দেয় মন।
এস ভাই স্নেহ-ভরে করি আলিঙ্গন॥

হঠাৎ কৃষক যদি হয় জমীদার।
পূর্ব্বের অবস্থা মনে নাহি থাকে আর॥
জুলুমে কোমর বাঁধে হয় অত্যাচারী।
কভু কি তাহারা সমাজের হিতকারী?
বড় হ'য়ে পূর্ব্ব কথা রাখিবে স্মরণ।
এসহে কৃষক এস করি আলিঙ্গন॥

অর্থ হ'লে কৃষকেরা হয় অত্যাচারী।
কৃষি ত্যজি হয় সেই সুদের ব্যাপারী॥
নূতন বাঘের সৃষ্টি সমাজেতে হয়।
শোষে তারা কৃষকের রক্ত সমুদয়॥
অলস ও অপদার্থ সুদখোরগণ।
এসহে কৃষক কাছে, করি আলিঙ্গন॥

অবস্থা উন্নত হ'লে কৃষক তখন।
দরিদ্র কৃষকে দেখে তৃণের মতন॥
ক্ষমতা লভিতে ব্যগ্র হয় সে সময়।
কৃষকের উৎপীড়ন কর্ম্ম তার হয়॥
ধনী হ'লে এই রোগে করে আক্রমণ।
হে দীন কৃষক এস, করি আলিঙ্গন॥

জমি জমা যবে কিছু হয় কৃষকের।
সে কৃষক কৃষক নাহিক থাকে 'কের' ॥
তখন সে ভিন্ন মূর্ত্তি করিয়া গ্রহণ।
করয় কৃষকদের শোণিত শোষণ ॥
ধনী হয়ে হে কৃষক না হও এমন।
এসহে কৃষক ভ্রাতঃ করি আলিঙ্গন ॥

ধনী হয়ে কৃষকেরা হয় মাম্‌লাবাজ।
ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাতে কৃষক সমাজ ॥
এর সঙ্গে ওর সঙ্গে বাঁধায় বিবাদ।
ঘটাইয়া থাকে তারা বিষম প্রমাদ ॥
এরূপ কৃষক ধনী চাহি না কখন।
নিরীহ কৃষক এস, করি আলিঙ্গন ॥

বড় লোক হয় যবে কৃষক সন্তান।
প্রবেশে তাহার মধ্যে গর্ব্ব ও গুমান ॥
অহঙ্কার অভিমান প্রবেশ করিয়া।
হিংস্র পশু তুল্য তারে দেয় বানাইয়া ॥
এহেন অদ্ভুত জীব চাহি না কখন।
এসহে কৃষক সখা করি আলিঙ্গন ॥

কৃষক হইলে ধনী ধর্ম্ম কর্ম্ম ত্যজে।
অর্থের মোহেতে ডুবে, পাপ কর্ম্মে মজে॥
ভুলে যায় খোদা আর ভুলে পরকাল।
পাপে মত্ত হয়ে উঠে যেমন "দজ্জাল"॥
এমন কৃষক ধনী চাহি না কখন।
এসহে কৃষক বন্ধু করি আলিঙ্গন॥

কৃষক হইলে ধনী সৎ কাজে ধন—
ব্যয় করে থাকে বটে ক্বচিৎ কখন॥
খোদার রাহেতে কিছু নাহি করে দান।
বরঞ্চ সে কাজে মনে করে অকল্যাণ॥
অসৎ কাজেতে অর্থ করে বরষণ।
এসহে কৃষক ভাই, করি আলিঙ্গন॥

বিদ্যা শিখাবার তরে বালকগণের।
অর্থ দান করা চাই 'হর' কৃষকের॥
এলেম দানের চেয়ে পুণ্য আর নাই।
পাইবে উত্তম ফল 'এলাহীর' ঠাঁই॥
এলেম শিক্ষায় অর্থ দাও ভ্রাতৃগণ।
এসহে কৃষক সখা, করি আলিঙ্গন।

মোস্লেমের গুণ ছিল সৎকাজে দান।
সে গুণ এখন হইয়াছে অন্তর্ধান॥
কি কৃষক কি 'আমীর' এ 'হাল' সবার।
সৎ কাজে দান নাই নিকটে কাহার॥
দান ধ্যানে রত হও হে কৃষক গণ।
এসহে কৃষক কাছে করি আলিঙ্গন॥

যত দিন না হইবে খাঁটি মুসলমান।
তত দিন উন্নতির না পাবে সন্ধান॥
হবে না হবে না খোদাতা-লার 'রহমত'।
বিপদে জড়িত রবে 'আল্‌বত আল্‌বত'॥
খাঁটি মুসলমান হও কৃষক নন্দন।
এস ভাই স্নেহ-ভরে করি আলিঙ্গন॥

আগেকার মুসলমান ছিলেন কেমন।
খোলফা'য়ে রাশেদীন ও ছাহাবাগণ॥
তাঁহাদের কার্য্যাবলী আদর্শ রাখিয়া।
চলহ উন্নতি পথে উৎসাহে ধাইয়া॥
সেইরূপ গুণ লভ হে কৃষকগণ।
এস কাছে, সমাদরে করি আলিঙ্গন॥

পরের সন্তানে জান আপন সন্তান।
মুক্ত হস্তে তাদের শিক্ষায় কর দান॥
শিক্ষা-তরে এক টাকা প্রদান করিলে।
লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ হবে পরকালে॥
পাবে কত মণি মুক্তা রতন কাঞ্চন।
এসহে কৃষক ভ্রাতঃ, করি আলিঙ্গন॥

অনাহারে থাক কিম্বা এক বেলা খাও।
সন্তানের তরে কিন্তু 'এলেম' শিখাও॥
বিদ্যা হীন গণ্ডমূর্খ তব পুত্রগণ।
থাকে না কখন যেন থাকে না কখন॥
বিদ্যা হীন নর নারী পশুর মতন।
এসহে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন॥

সভা ও সমিতি কর, কর 'আঞ্জমন'।
উন্নতির পথ তাহে কর নির্দ্ধারণ॥
সৎ গ্রন্থ পড় সদা কর সদালাপ।
প্রবেশিতে নারে যেন দেহে কোন পাপ॥
পাপ রূপ সাপে ভয় কর ভ্রাতৃগণ।
এস এস প্রীতি-ভরে করি আলিঙ্গন॥

উপযুক্ত আলেমের করহ যতন।
নিম মোল্লাগণে জান 'জানের দোশ্মণ'॥
মূর্খ ফকীরের বাক্যে নাহি দাও কাণ।
পিশাচ সমান তারা পিশাচ সমান॥
সৎ উপদেশ সদা করিবে শ্রবণ।
এসহে প্রাণের ভাই, করি আলিঙ্গন॥

মিথ্যা কথা বেইমানী অনিষ্ট পরের।
পরিত্যাগ কর সবে, না করিও 'দের'॥
ব্যবসায়ে জুয়াচুরি কখন ক'র না।
বিক্রয়ের কোন দ্রবে ভেজাল দিও না॥
জাল ও 'ফেরেব' নাহি করিবে কখন।
এসহে কৃষক এস, করি আলিঙ্গন॥

মরে যদি তব চাষী ভ্রাতা কোন জন।
করিবে খবর তার অবশ্য গ্রহণ॥
অবিলম্বে 'জানাজায় সামেল' হইবে।
মুক্তি তরে খোদা-স্থানে প্রার্থনা করিবে।
পরিবার বর্গে তার করিবে সান্ত্বন।
এসহে কৃষক সখা করি আলিঙ্গন॥

ধনী যদি হও, ভুলিও না পূর্ব্ব 'হাল'।
ছাড়িও না একেবারে 'গরীবানা চাল' ॥
আত্মীয় বান্ধবগণে উপেক্ষা ক'রো না।
তাহাদের কান্না শুনে বধির হ'ও না ॥
করিও দীনের প্রতি দয়া-প্রদর্শন।
এসহে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন ॥

খোদার আদেশ আর হুকুম নবীর।
ভুলিও না কোন কালে কৃষক সুধীর ॥
ইস্‌লাম ধর্ম্মেতে খুব মজবুত থাকিবে।
ভ্রমেও বিপথে নাহি গমন করিবে ॥
'দিন-দুনিয়ার' কর 'তরক্কি' সাধন।
এসহে কৃষক বন্ধু করি আলিঙ্গন ॥

নিরাশ হ'ও না কভু দরগায় খোদার।
সর্ব্বদা হইবে তাঁর 'শোকর গোজার' ॥
যে 'হালে' রাখেন তাতে সন্তুষ্ট থাকিবে।
ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা কভু নাহি হারাইবে ॥
'না-শোকর-গোজার' না হইবে কখন।

রাজার বিরুদ্ধ বাদী কখন না হবে।
রাজভক্ত প্রজা রূপে চিরদিন রবে॥
'আদবের' সঙ্গে নিবেদন আপনার।
করিবে গোচরীভূত 'হুজুরে' রাজার॥
রাজদ্রোহ মহাপাপ, রাখিবে স্মরণ।
এস এস হে কৃষক, করি আলিঙ্গন॥

রাজার নীচের রাজা হয় জমীদার।
সাধ্য মতে তাঁহারও রবে 'তাবেদার'॥
অত্যাচার না করিলে রবে অবনত।
নিজ দুরদশা করাইবে অবগত॥
কহিবে তাঁহার কাছে হৃদয়-বেদন।
এসহে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন॥

ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত যাঁরা 'শরিফ-খান্দান'।
করিবে উচিত মত তাঁদের সম্মান॥
দরিদ্র হ'লেও নাহি অবজ্ঞা করিবে।
সৈয়দ গণের 'ফরমা বরদার' রহিবে॥
মানী প্রতি করিবে সম্মান প্রদর্শন।
এসহে কৃষক সখা, করি আলিঙ্গন॥

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে সবাই।
ময়লা ও নোংরা ভাবে থাকা নাহি চাই॥
পরিষ্কার রাখিবেক স্ব স্ব ঘর দ্বার।
'লেবাছ' পোষাক রাখিবেক পরিষ্কার॥
'ছার্ফ-ছাফা' থাকিবে কৃষক ভ্রাতৃগণ।
এস এস প্রীতি-ভরে করি আলিঙ্গন॥

গৃহিণী গণেরে ক'রে দিবে সাবধান।
ময়লা জঞ্জাল নাহি রাখে কোন স্থান॥
'হামেশা' লেপিবে গৃহ সর্ব্বদা ঝেটাবে।
গৃহ ও আঙ্গিনা কিছু বাকী না রাখিবে॥
পায়খানা কিছু দূরে করিবে স্থাপন।
এসহে কৃষক এস করি আলিঙ্গন॥

হে কৃষক! পরদার রাখিবে খেয়াল।
বে-পর্দ্দায় নানা রূপ ঘটায় জঞ্জাল॥
বে-পর্দ্দায় ব্যভিচার করে আনয়ন।
পর্দ্দায় 'গাফেল' কেন কৃষক নন্দন॥
মাঠে ঘাটে যায় তোমাদের নারিগণ।
এসহে কৃষক স্নেহে করি আলিঙ্গন॥

জল আনিবারে বহু দূরে চলে যায়।
নদী জলে স্নান করে অনাবৃত গায়॥
ভিজা বস্ত্রে রাস্তা দিয়া করয় গমন।
কি ঘৃণিত দৃশ্য তাহা, না যায় বর্ণন॥
বক্ষ পৃষ্ঠ সকলেই করয় দর্শন।
এসহে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন॥

পায়খানা কেহ নাহি করহ নির্ম্মাণ।
মাঠে ও জঙ্গলে নারীদের শৌচ-স্থান॥
ছি ছি কি যে লাজ, কি যে ঘৃণিত দর্শন!
জঘন্য নিয়ম ইহা করি বিসর্জ্জন॥
গৃহ-পাশে পায়খানার কর আয়োজন।
সরল কৃষক এস, করি আলিঙ্গন॥

নালা ডোবা পার্শ্বে, কিম্বা গর্ত্তাদি খুড়িয়া।
তার পাশে পায়খানা দেও বানাইয়া॥
বেড়া দিয়া সেই স্থান করহ বেষ্টন।
পরদার সম্মান তাতে হইবে রক্ষণ॥
উপদেশ মত কাজ কর সর্ব্ব জন।
এস ভাই স্নেহ-ভরে করি আলিঙ্গন॥

নোয়াখালী ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট জেলায়।
অথবা ইস্লামাবাদ—জেলা চাটগাঁয়॥
মোস্লেম পরদার প্রথা পালে নিয়মিত।
যেইরূপ আমাদের শাস্ত্রানুমোদিত॥
পুরুষেরা জল আনে করিয়া বহন।
এসহে কৃষক সখা করি আলিঙ্গন॥

বাড়ীর অন্দর ঘেরা খুব চমৎকার।
অন্য পুরুষের নাই প্রবেশাধিকার॥
পশ্চাতে পায়খানা আছে বেড়া দিয়া ঘেরা।
সে দিকে না যেতে পারে পর পুরুষেরা॥
নারীর 'আওয়াজ' কেহ না করে শ্রবণ।
এসহে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন॥

পর পুরুষের সঙ্গে হইলে সাক্ষাৎ।
ঘটে থাকে নারীদের সতীত্বে ব্যাঘাত॥
প্রথমেতে দেখা শুনা পরে হয় কথা।
খায় শেষে নারিগণ শরমের মাথা॥
আঁখি ঠার হাসি ঠাট্টা, পরেতে মিলন।
এসহে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন॥

সুন্দরী যুবতী নারী পথেতে দেখিলে।
ঝাপ দেয় যুবক তাহার প্রেমানলে॥
আঁখি ঠার ইশারাদি হয় প্রথমেতে।
পরে হয় প্রেমালাপ নির্জ্জন স্থানেতে॥
এ সকল ভেবে পর্দ্দা কর প্রচলন।
এসহে কৃষক বন্ধু করি আলিঙ্গন॥

বহু রমণীরা মেলা, পীরের দর্গায়।
'হাজত' ও 'সিন্নি' চড়াইতে চলে যায়॥
দয়ুছ শ্রেণীর যত পুরুষ অধম।
সাথে সাথে যায় কিছু না করে শরম॥
সে সব স্থানেও হয় প্রেম-আলাপন।
এস এস হে কৃষক করি আলিঙ্গন॥

পবিত্র ইস্‌লামী নীতি করহ পালন।
দেখিবে রবে না কোন অভাব কখন॥
হিন্দুর আদর্শে এই সব অনাচার।
প্রবেশিছে মোস্লেমের সমাজ মাঝার॥
পরিহর এই সব ঘৃণিতাচরণ।
এসহে কৃষক সখা, করি আলিঙ্গন॥

ভাল খাও ভাল পর, অবস্থা মতন।
হইও না ব্যয়-কুণ্ঠ ঘৃণিত কৃপণ॥
কৃপণতা করি অর্থ করিলে সঞ্চয়।
ইহ-পর কালে নাহি হবে ফলোদয়॥
সৎ কাজে অর্থ রাশি কর নিয়োজন।
এস এস এস ভাই করি আলিঙ্গন॥

অই দেখ জেলখানা পূর্ণ করিয়াছ।
চোর দস্যু গুণ্ডা বলে নাম লভিয়াছ॥
অন্য জাতি ঘৃণা করে দেখিয়া এ 'হাল'।
লজ্জিত হইয়া সবে ছাড় 'বদ চাল'॥
জেলে যাও বেত্র-দণ্ড করহ গ্রহণ।
এস ভাই দৃঢ় ভাবে করি আলিঙ্গন॥

অপকৃষ্ট দ্রব্য নাহি করিবে ভক্ষণ।
তা হ'লে পীড়ায় করিবেক আক্রমণ॥
শাক খাও, ডাল খাও, খাও পরিষ্কার।
পচা ছড়া মাছ মাংস করো' না আহার॥
পাকেতেও চাই পরিচ্ছন্নতা রক্ষণ।
এস ভাই প্রেম-ভরে করি আলিঙ্গন॥

হাঁড়ি ও বাসন রাখা চাই পরিষ্কার।
এ সব বিষয়ে নারীদের অধিকার ॥
তাহাদেরে উপদেশ করিবে প্রদান।
দূর করে যেন তারা ব্যাধির নিদান ॥
পানাহার প্রতি দৃষ্টি রাখ সর্ব্ব জন।
এসহে কৃষক-সখা করি আলিঙ্গন ॥

গৃহ-পাশে ঝাড় বন কিছু না রাখিবে।
আগাছা যে সব আছে কাটিয়া ফেলিবে ॥
আগুণেতে পোড়ায়ে করিবে পরিষ্কার।
সর্প মশকাদি ভয় না রহিবে আর।
দুর হবে ম্যালেরিয়া আদির কারণ।
এসহে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন ॥

বর্ষায় করিবে খাল নালা পরিষ্কার।
সাফ রাখিবেক পুকুরের চারি ধার ॥
পুকুরে স্নেহলা পানা জন্মিলে, তখন—
তুলিয়া ফেলিবে খুব করিয়া যতন ॥
অবশ্য করিবে এই নিয়ম পালন।
এসহে কৃষক ভ্রাতঃ করি আলিঙ্গন ॥

গোশালা ও গৃহ হ'তে তফাতে রাখিবে।
গোময় গোমূত্র নিত্য তুলিয়া ফেলিবে॥
গর্ত্তেতে ফেলিয়া রাখ হইবেক সার।
ক্ষেত্রাদির পক্ষে হবে মহা উপকার॥
গোবর উৎকৃষ্ট সার ভুলো' না কখন।
কৃষক সুজন এস করি আলিঙ্গন॥

বাড়ীর দক্ষিণ দিকে রাখিবেক খোলা।
সুনির্ম্মল বায়ু যেন করে সদা খেলা॥
পার্য্যমাণে দক্ষিণেতে না কর বাগান।
কিম্বা নাহি কর পায়খানা নিরমাণ॥
গৃহেও নির্ম্মল বায়ু করিবে গ্রহণ।
সুজন কৃষক এস, করি আলিঙ্গন॥

কূপ ও পুকুর পার্শ্বে না দেও কবর।
স্বাস্থ্যের পক্ষেতে উহা অনিষ্ট আকর॥
মৃত দেহ যায় যবে পচিয়া গলিয়া।
রস তার যায় মৃত্তিকার মধ্য দিয়া॥
কূপ ও পুকুর জলে হয় নিপতন।
এসহে কৃষক স্নেহে করি আলিঙ্গন॥

সেরূপ প্রস্রাব-স্থান আর পায়খানা।
কূপ ও পুকুর পার্শ্বে কভু করিবে না॥
মৃত্তিকা ভিতর দিয়া সারাংশ উহার।
মিশে থাকে কূপাদির জলে অনিবার॥
স্বাস্থ্যের পক্ষেতে উহা বিষের মতন।
এসহে কৃষক ভাই, করি আলিঙ্গন॥

বর্ষা কালে বৃষ্টি জলে ম'লা ঐ সকল।
পড়িবেক পুকুরে যাইয়া অবিরল॥
সে জল করিলে পান জন্মিবেক রোগ।
করিতে হইবে তায় কত কষ্ট ভোগ॥
অতএব সাবধান হও ভ্রাতৃগণ।
এসহে কৃষক করি দৃঢ় আলিঙ্গন॥

স্বাস্থ্য-রক্ষা বিষয়ে তোমরা উদাসীন।
তাই বহু লোক মরিতেছে প্রতিদিন॥
নানাবিধ ব্যাধি এসে করে আক্রমণ।
পরিণামে হ'য়ে থাকে "অকাল মরণ"॥
উপদেশ ধর, কথা শুন ভ্রাতৃগণ।
এসহে কৃষক বন্ধু করি আলিঙ্গন॥

কি আক্ষেপ, আলেমেরা হিত উপদেশ—
প্রদান তোমারে নাহি করে সবিশেষ ॥
দিন দুনিয়ার ঠিক 'তরক্কি' বিষয়।
উপদেশ দিতে খুব কম দৃষ্ট হয় ॥
তাঁহাদের লক্ষ্য মাত্র উদর পোষণ।
এসহে কৃষক সখা, করি আলিঙ্গন ॥

যেখানে যেমন দেখে সেখানে তেমন।
করেন আলেমগণ 'ওয়াজ' বর্ণন ॥
স্বার্থের ব্যাঘাত হবে ভাবিয়া অন্তরে।
প্রকৃত রোগের কথা ব্যক্ত নাহি করে ॥
ইচ্ছা করে রোগ তাঁরা করেন গোপন।
এসহে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন ॥

সুদখোর গৃহে যবে নিমন্ত্রিত হন।
সুদের অশেষ দোষ না করে কীর্ত্তন ॥
'বেদাতি' লোকের গৃহে হ'লে নিমন্ত্রিত।
বেদাতের দোষ নাহি বলে কদাচিত ॥
কাজেই কিরূপে হবে দোষ সংশোধন।
এসহে কৃষক এস, করি আলিঙ্গন ॥

কৃষক সন্তান যারা উচ্চ শিক্ষা লভে।
তব হিত-চিন্তা তারা করে থাকে কবে ?
বক হয়ে হংস মধ্যে করে বিচরণ।
নিজেকে 'শরীফ' দেখাইতে ব্যস্ত হন ॥
কৃষকের তরে তাঁর নাহি কাঁদে মন।
এসহে কৃষক বন্ধু করি আলিঙ্গন ॥

ভারতে রাজ-নৈতিক সমিতি কংগ্রেস।
যে কংগ্রেসে তোলপাড় করিতেছে দেশ ॥
কংগ্রেসের দুই দল "নরম", "গরম"।
দাবি করে অসম্ভব নাহিক 'শরম' ! !
নরম "মধ্যম-পন্থী" জান ভ্রাতৃগণ।
এসহে কৃষক বন্ধু, করি আলিঙ্গন ॥

বাস্তবিক এ কংগ্রেস হিন্দুদের হয়।
অপর জাতির পক্ষে কিছু নয় নয় !
দুই চারি পার্সী ও মোস্‌লেম জুটিয়াছে।
তাঁদের কথার মূল্য কংগ্রেসে কি আছে ?
নরম গরম এরা কেউ কম্ নন।
এসহে কৃষক ভ্রাতঃ করি আলিঙ্গন ॥

নরম হইতে হ'ল গরম উৎপত্তি।
ঘটাইছে দেশে যারা বিষম বিপত্তি॥
উদ্দেশ্য দু'য়েরি এক, ইংরেজ তাড়ান।
ভারতে আপনাদের রাজত্ব জমান॥
গরম এখনি চায়, বিলম্বে নরম।
এস এস হে কৃষক করি আলিঙ্গন॥

গরম "চরম-পন্থী" উদ্দেশ্য চরম।
রাজার নিকটে তারা হবে না নরম॥
ইংরেজে বলিয়া থাকে রাষ্ট্রোপহারক।
তাড়াতে ইংরেজে তাই প্রাণে মহা 'শক'॥
বিষম সঙ্কল্প তাহাদের, ভ্রাতৃগণ।
এসহে কৃষক কাছে, করি আলিঙ্গন॥

উভয় দলের মন্ত্র "বন্দে মাতরম্"।
মন্ত্র উচ্চারণে এক নরম গরম॥
এই মন্ত্র উচ্চারিয়া করিছে "বয়কট"।
শুনিতে এ শব্দটীও বিষম বিকট॥
আর এক মহা মন্ত্র "বিলাতী-বর্জ্জন"।
এসহে কৃষক-রত্ন, করি আলিঙ্গন॥

বঙ্গ-ভঙ্গে অঙ্গ জ্বালা ধরিঁছে হিন্দুর।
ইচ্ছা নয় হয় ভাল মোস্লেম বন্ধুর॥
ভাঙ্গা বঙ্গ জোড়া লাগাইতে সচেষ্টিত।
যাতে হয় মোস্লেমের ক্ষতি সংসাধিত॥
এই হেতু দস্যুতা ও মনুষ্য হনন।
এসহে বঙ্গের চাষী করি আলিঙ্গন॥

ভারতের জন-নেতা কংগ্রেসের বাবু।
এই ভাবে হয়ে ভোর খান হাবু ডুবু॥
গাঁয়ে নাহি মানে এঁড়া আপনি মোড়ল।
"স্বরাজ" প্রতিষ্ঠা করা উদ্দেশ্য কেবল॥
ইংরাজেরে ভাল এঁরা জানে না এখন।
এসহে কৃষক সখা, করি আলিঙ্গন॥

মধ্যম পন্থীরা দেশে পার্লেমেণ্ট চায়।
যেমন রয়েছে উপনিবেশ সবায়॥
ক্রমে পার্লেমেণ্ট যবে ক্ষমতা লভিবে।
তখন ব্রিটিশ-রাজে উপেক্ষা করিবে॥
স্বরাজ প্রতিষ্ঠা চাবে করিতে তখন।
এসহে কৃষক বন্ধু করি আলিঙ্গন॥

চরম পন্থীরা চাহে এখনি স্বরাজ।
গরম গরম চায় নাহি সহে ব্যাজ ॥
যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করি বোমা চালাইয়া।
স্বরাজ লভিবে তারা স্বাধীন হইয়া ॥
অনেকের এইরূপ উৎকট মনন।
এসহে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন ॥

এই উদ্দেশ্যেই তারা বোমা বানাইল।
সুযোগ মতন সেই বোমা চালাইল ॥
সংগ্রহ করিল কত বন্দুক পিস্তল।
গোলা গুলি টোটা ছোরা ইত্যাদি সকল ॥
ইঙ্গরেজ নর নারী করিল হনন।
এসহে কৃষক এস করি আলিঙ্গন ॥

বধিল পুলিশ আর 'উকীল সরকার'।
বধিল জেলেতে সরকারী "এপ্রুভার" ॥
আরো অনেকের পাছে রয়েছে লাগিয়া।
সুযোগ পাইলে প্রাণ দিবে উড়াইয়া ॥
বিলাতে মরিল সার ওয়ায়লি কার্জ্জন।
এসহে কৃষক ভ্রাতঃ করি আলিঙ্গন ॥

---

* চরম পন্থীদের সকলেই নরহত্যা, দস্যুতা এবং বোমা-প্রয়োগ পক্ষপাতী নহেন। কিন্তু ইউরোপীয় এনার্কিষ্ট ও নিহিলিষ্টদিগের ন্যায় সংখ্যক উদ্ধত প্রকৃতির নব্য শিক্ষিত যুবকই প্রধানতঃ এই মতাবলম্ব

ম্যাজিষ্ট্রেট জ্যাক্সনকে করিলেক খুন।
দেখ চেয়ে ইহাদের সুশিক্ষার গুণ!!
শামসুল আলমে হাইকোর্টে দিবালোকে।
বধিল পিস্তল দিয়া দুর্জ্জন ঘাতকে॥
মোস্‌লেম পুলিশ সুকর্ত্তব্য পরায়ণ।
দিল প্রাণ, এস ভাই করি আলিঙ্গন॥

শান্তিময় এ ভারতে যে সব শয়তান।
বিপ্লব আনিয়া বধে মানুষের প্রাণ॥
নরাধম সে সবাই দেশ-শত্রু বটে।
ভারতবাসীদের আরো ফেলিছে সঙ্কটে॥
এ দলে বঙ্গীয় হিন্দু, মারহাট্টা গণ।
এস ভাই হে কৃষক করি আলিঙ্গন॥

পঞ্জাবের আর্য্য দল হ'তে বহু জন।
সোসিয়ালিষ্টের দল ক'রেছে গঠন॥
মান্দ্রাজের বহু হিন্দু এ মন্ত্রে দীক্ষিত।
মূর্খ নয়, সকলেই ইংরেজী শিক্ষিত॥
করা চাই ইহাদের মূল-উৎপাটন।
এসহে কৃষক-সখা, করি আলিঙ্গন॥

---

*। পুলিশের ডেঃ সুপাঃ মৌঃ শামসুল আলম খান বাহাদুর, ১৩১৬ সনের ১১ই মাঘ সোমবার অপরাহ্ণ ৫ টার সময় হাইকোর্টে এক বাঙ্গালী হিন্দু যুবক কর্ত্তৃক পিস্তল দ্বারা অতীব নৃশংস ভাবে নিহত হন।

কেবল তা নয়, দস্যু দলের গঠন।
করিয়া লোকের ধন করিছে হরণ॥
দস্যুতার কালে নরহত্যা আদি করি।
হ'ল দেশোদ্ধারকারী আহা মরি মরি!!
এমন স্বদেশ-বন্ধু দেখেছ কখন?
এসহে কৃষক এস করি আলিঙ্গন॥

দেশের উদ্ধারকারী ভেবে আপনায়।
ঝুলিতেছে ফাঁসী কাষ্ঠে যুবক সবায়॥
কি ভীষণ খেয়াল ও ধারণা ভীষণ।
শোণিত শুকায়ে যায় করিলে স্মরণ॥
হ'তেছে না ইহাদের উচিত শাসন।
এসহে কৃষক ভ্রাতঃ করি আলিঙ্গন॥

নরঘাতী দস্যু যদি সুপুত্র দেশের।
দেশোদ্ধারকারী হ'তে ভাবনা কিসের?
পাশ্চাত্য শিক্ষার ইহা বিষময় ফল।
ভাসিয়া গিয়াছে সৎ শিক্ষা যে সকল॥
খোদার নিকটে শান্তি চাও সর্ব্ব জন।
এসহে কৃষক সখা করি আলিঙ্গন॥

মোস্লেম কৃষক ভাই, খেয়াল এমন—
মনেতে না দিবে স্থান ভ্রমেও কখন ॥
নর হত্যা মহা পাপ নাহি ইথে ত্রাণ।
রাজদ্রোহী দস্যুগণ খাঁটি শয়তান ॥
এ রোগ হইতে বেঁচে রবে ভ্রাতৃগণ।
এসহে কৃষক কাছে, করি আলিঙ্গন ॥

মধ্য-পন্থীদের মতে পার্লেমেণ্ট হ'লে।
কি ফল লভিবে বল তোমরা সকলে ?
তোমাদের দুঃখের কি হবে অবসান ?
কাঁদিবে কি তোমা-তরে তাঁহাদের প্রাণ ?
কখন হবে না ইহা, হবে না কখন।
এসহে কৃষক বন্ধু করি আলিঙ্গন ॥

স্বরাজ যদ্যপি লভে ভারতের হিন্দু।
তোমার রক্ষার পথ নাহি এক বিন্দু ॥
কে শুনিবে বল তোমাদের আর্ত্তনাদ ?
বরঞ্চ ঘটিবে আরো বিষম প্রমাদ ! !
করিবেক তারা আরো বিষম পেষণ।
এসহে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন ॥

আইন ক'রে ধর্ম্ম কাজ করিবেক বন্ধ।
মিটাইবে তারা ইস্লামের নাম গন্ধ॥
তাড়াইয়া দিবে সবে বিদেশী বলিয়া।
"ভারত হিন্দুর দেশ" এ কথা কহিয়া॥
কাজেই ইংরেজ রাজ্য মঙ্গল কারণ।
এসহে কৃষক এস করি আলিঙ্গন॥

মার্হাট্টা শিখ ও জাঠ কিরূপ 'জুলুম'।
করিল তাহা কি কিছু নাহিক 'মালুম'?
ভয়ঙ্কর অত্যাচার মোস্লেম উপর।
করিল একদা এই ভারত ভিতর॥
স্মরি তাহা সাবধান হও ভ্রাতৃগণ।
এসহে কৃষক সখা করি আলিঙ্গন॥

ভারতের অধিবাসী হিন্দু মুসলমান।
আর সব জাতি অতি অল্প পরিমাণ।
হিন্দু মুসলমানে চাই বন্ধুতা সদ্ভাব।
দেশের দুর্ভাগ্য বটে ইহার অভাব॥
বাঞ্ছনীয় এই দুই জাতির মিলন।
এসহে কৃষক সখা করি আলিঙ্গন॥

হিন্দু সংখ্যাতেও বেশী, ধনী ও বিদ্বান্।
সরকারী চাকুরেও বেশী পরিমাণ॥
সকল বিষয়ে তারা শ্রেষ্ঠ সমুন্নত।
মুসলমানগণ দরিদ্র ও অবনত॥
এক্ষেত্রে মোস্লেম তার কৃপার ভাজন।
এসহে কৃষক এস করি আলিঙ্গন॥

কিন্তু সে কৃপার স্থলে প্রকাশ বিদ্বেষ—
করিতেছে হিন্দুগণ অশেষ অশেষ!!
নানা মতে মোস্লেমে করিছে নির্য্যাতন॥
আবার ইহাতে শ্রেষ্ঠ বঙ্গ-হিন্দুগণ॥
করিছে মোস্লেম গণে গালি বরিষণ।
এসহে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন॥

লিখিয়া সাহিত্য আর কাব্য ইতিহাস।
আর লিখে কল্পিত নাটক উপন্যাস॥
গালি দিতেছেন হায় অজস্র ধারায়।
সংবাদ পত্রেতে ও মাসিক পত্রিকায়॥
হেন হিন্দু আমাদের বন্ধু কি কখন?
এসহে কৃষক ভ্রাতঃ করি আলিঙ্গন॥

ছয় শত বর্ষ কাল মুসলমানগণ।
করিল ভারতবর্ষ প্রতাপে শাসন॥
হিন্দু-সঙ্গে করিল যে সৎ ব্যবহার।
ইহাই কি সমুচিত প্রতিদান তার?
কৃতজ্ঞতা পৃথিবীতে হয় কি এমন?
এসহে কৃষক বন্ধু করি আলিঙ্গন॥

মোস্‌লেম নৃপতিগণ জা'গীর রাজত্ব।
দিয়াছিল হিন্দুগণে প্রকাশি মহত্ত্ব॥
প্রদানিয়াছিল সেনাপতি গবর্ণর—
রাজস্ব-সচিব মন্ত্রী পদ উচ্চতর॥
বিজিত জাতিকে জেতা দেয় কি কখন?
এসহে কৃষক-সখা করি আলিঙ্গন॥

এতেও হিন্দুর সঙ্গে বিবাদ করণ।
মোস্লেম গণের নহে উচিত কখন॥
যথাসাধ্য ভ্রাতৃভাব রক্ষা করা চাই।
উদারতা প্রকাশিবে মোস্‌লেম সবাই॥
যথাসাধ্য সৌজন্য করিবে প্রদর্শন।
এসহে কৃষক, করি দৃঢ় আলিঙ্গন॥

জগতে প্রজার শক্তি প্রবল এখন।
একথা বুঝে না কেন জমীদারগণ?
বেশী দিন আর চলিবে না অত্যাচার।
নত হ'তে হবে কাছে কৃষক প্রজার॥
বুঝা চাই তাঁহাদের এ কথা এখন।
এসহে কৃষক সখে করি আলিঙ্গন॥

প্রজা-হিত তরে দায়ী রাজাও যেমন।
জমীদার গণে। দায়ী নিশ্চয় তেমন॥
রাস্তা ঘাট পুল খাল পুকুর খননে।
সাহায্য করিতে হবে জমীদার গণে॥
জমীদার হ'তে স্বত্ব করহ গ্রহণ।
এসহে কৃষক এস, করি আলিঙ্গন॥

জমির উন্নতি জন্য দায়ী জমীদার।
নিতে হবে তাঁহাদের স্বাস্থ্যরক্ষা-ভার॥
গোচারণ মাঠ পুনঃ বিনা খাজানায়।
দিতে হবে জমীদারে, কৃষক প্রজায়॥
আপনার ন্যায্য স্বত্ব কর সংরক্ষণ।
এসহে কৃষক করি দৃঢ় আলিঙ্গন॥

মহামারী গো-মড়ক হ'লে সঙ্ঘটন।
সাহায্য করিতে বাধ্য জমীদারগণ॥
দস্যু ও তস্কর হ'তে প্রজায় রক্ষিতে।
বাধ্য জমীদারগণ সুবিচার মতে॥
প্রজা-সংরক্ষিণী সভা তাঁহারা স্থাপন—
করিবেন, এস চাষী করি আলিঙ্গন॥

সে সভায় প্রজা, প্রতিনিধি পাঠাইবে।
প্রজা-পক্ষে তাঁরা তর্ক বিতর্ক করিবে॥
এ ব্যবস্থা কেন নাহি হবে প্রবর্ত্তন।
কৃষক করহ জেদ ইহার কারণ॥
করহ কৃষক নিজ স্বার্থ সংরক্ষণ।
এসহে কৃষক সখা করি আলিঙ্গন॥

প্রজার উন্নতি ঢেউ উঠেছে জগতে।
বাধা দিতে কেহ না পারিবে কোন মতে॥
কৃষক প্রজার শক্তি, খাঁটি প্রজা-শক্তি।
এ শক্তিকে সবাকে করিতে হবে ভক্তি॥
কৃষক আপন শক্তি করহ স্থাপন।
এসহে এসহে ভাই, করি আলিঙ্গন॥

মৃষ্টিমেয় শিক্ষিতেরা প্রজা-শক্তি চায়।
কৃষকের কথা নাহি আনে কল্পনায়॥
একা তাঁরা চায় শক্তি কৃষকে ছাড়িয়া।
কি কুকাণ্ড সেই জন্য দিল ঘটাইয়া॥
তুমি হে কৃষক, শক্তি লভহ আপন।
এস ভাই স্নেহ-ভরে করি আলিঙ্গন॥

সন্তানের নাম সবে রাখ মুসলমানী।
আরবী ভাষায় যাতে হয় ভাল 'মানি'॥
জঘন্য ঘৃণিত অর্থশূন্য কোন নাম।
রাখিও না রাখিও না শুনহ 'কালাম'॥
হিন্দুয়ানী নাম কেহ রেখ' না কখন।
এসহে কৃষক বন্ধু, করি আলিঙ্গন॥

আলেমে জিজ্ঞাসা করি রাখিবেক নাম।
'রাখিয়া জঘন্য নাম হ'য়ো না 'বদনাম'॥
অথবা সম্ভ্রান্ত মুসলমানে জিজ্ঞাসিয়া।
সন্তানের নাম রাখ সতর্ক হইয়া॥
'গোপাল' 'নেপাল' নাম রেখ' না কখন।
এসহে কৃষক ভাই, করি আলিঙ্গন॥

এখনো যদ্যপি থাক 'গাফ্‌লতে' ডুবিয়া।
রক্ষা নাই ভবিষ্যতে, দেখহ বুঝিয়া॥
কর্ম্মবীর হিন্দুগণ শিক্ষিত হইয়া।
শিল্প ও কৃষিতে দেখ গিয়াছে মজিয়া॥
নানা স্থানে জমি জমা করিছে গ্রহণ।
এসহে কৃষক-সখা করি আলিঙ্গন॥

ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য ধরিয়াছে চাষ।
'গাফ্‌লতে' থাকিলে ঘটিবেক সর্ব্বনাশ॥
জমীদার মহাজন প্রজাস্বত্ব কেড়ে—
লইছেন লইবেন, তোমাদেরে তেড়ে॥
এখনো জ্ঞানের চক্ষু কর উন্মীলন।
সরল কৃষক এস, করি আলিঙ্গন॥

পূর্ব্ব শক্তি মোস্‌লেমের গিয়াছে কোথায়?
তেমন কেহ না কেন জন্মে বাঙ্গালায়?
সে দৃঢ়তা সহিষ্ণুতা শক্তি কার্য্যকরী।
পালাল কোথায় তোমাদেরে পরিহরি?
হ'য়েছে মোস্‌লেম রক্ত শুষ্ক কি এখন?
এসহে কৃষক ভ্রাতঃ করি আলিঙ্গন॥

হটে নাই পূর্ব্ব মোস্লেমেরা কোন কাজে।
রেখেছে অদ্ভুত কীর্ত্তি অবনীর মাঝে॥
ক'রেছে সমগ্র ধরা একাকী ভ্রমণ।
বন মরুভূমি গিরি করি উল্লঙ্ঘন॥
জাহাজে সাগর করিয়াছে উত্তরণ।
এসহে কৃষক বন্ধু করি আলিঙ্গন॥

বাণিজ্য তাদের হাতে ছিল জগতের।
বিবিধ অর্ণবপোত ছিল তাহাদের॥
শিল্প ও স্থপত্য বিদ্যা ছিল সর্ব্বোন্নত।
পৃথিবীর সব বিদ্যা ছিল অবগত॥
পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তি করহ স্মরণ।
এসহে কৃষক সখা, করি আলিঙ্গন॥

সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় হও ভ্রাতৃগণ।
হিংসা দ্বেষ আদি সব দাও বিসর্জ্জন॥
আদর্শ মোস্লেম হও আদর্শ মানব।
তা হ'লে লভিবে ভবে অতুল গৌরব॥
অর্থে শুধু মনুষ্যত্ব হয় না অর্জ্জন।
এসহে কৃষক বন্ধু করি আলিঙ্গন॥

'হরদম' দয়াময়ে করিবে স্মরণ।
আল্লার নিষিদ্ধ কার্য্য না কর কখন॥
প্রেরিত পুরুষ শ্রেষ্ঠ 'হজরত রছুল'।
মহামতি মোহাম্মদ (দঃ) খোদার 'মকবুল'॥
তাঁর উপদেশ শিরে করিবে ধারণ।
এসহে কৃষক সখা, করি আলিঙ্গন॥

শুন উপদেশ যাহা বলি বার বার।
হইবেক তোমাদের সোনার সংসার॥
দরিদ্রতা দূর হবে ঘুচিবে বিপদ।
আয়ত্ত হইবে সর্ব্ব প্রকার সম্পদ॥
ধরাতলে স্বর্গ ধাম হবে ভ্রাতৃগণ।
এস এস সমাদরে করি আলিঙ্গন॥

শিক্ষা লভি রাজনীতি কর আলোচনা।
নচেৎ আপন স্বত্ব পাবে না পাবেনা॥
আপনার ন্যায্য স্বত্ব বজায় রাখিতে।
রাজার নিকটে হবে প্রার্থনা করিতে॥
করিতে হইবে এর দৃঢ় আয়োজন।
এসহে কৃষক সখা করি আলিঙ্গন॥

"মোস্‌লেম লীগ্" নামে জাতীয় সমিতি।
হইয়াছে প্রতিষ্ঠিত দরকারী অতি॥
করিবারে রাজনৈতিক আন্দোলন।
করেছেন স্থাপন মোস্লেম নেতাগণ॥
এ সভায় প্রতিনিধি করহ প্রেরণ।
এসহে কৃষক স্নেহে করি আলিঙ্গন॥

নিজের অভাব অভিযোগ যাহা আছে।
লিখিয়া জানাও লীগ্-সম্পাদক কাছে॥
তন্ন তন্ন করি লেখ অবস্থা আপন।
কোন মতে কিছুমাত্র করো'না গোপন॥
নিশ্চিন্ত বসিয়া আর থেকো না এখন।
এসহে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন॥

লাটের সভায় হ'ল নিয়োগ সদস্য।
তোমাদের প্রতিনিধি 'দর্‌কার' অবশ্য॥
কিন্তু শিক্ষা দীক্ষা হীন কৃষক সন্তান।
কে হইবে প্রতিনিধি ভাবিয়া 'হয়রাণ'॥
যত্ন কর করিবারে স্বার্থ-সংরক্ষণ।
এসহে কৃষক কাছে, করি আলিঙ্গন॥

ন্যায্য স্বত্ব চাহ যদি নিকটে রাজার ।
ইথে শক্তি আছে কার কথা কহিবার ?
যাহার যে স্বত্ব রাজা দিতে তাহা বাধ্য ।
ন্যায্য দাবি উপেক্ষা যে রাজার অসাধ্য ॥
করহ প্রার্থনা সবে রাজার সদন ।
এসহে কৃষক সখা, করি আলিঙ্গন ॥

সময়ে "বুড়ীর সূতা" দিল দরশন ।
হ'ল তায় হাকিমের দৃষ্টি-আকর্ষণ ॥
ধন্য মহসেন উল্লা কৃষক-বান্ধব ।
দেখালেন কৃষকেরে পথ অভিনব ॥
কর তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষা খোদার সদন ।
হে প্রিয় কৃষক এস করি আলিঙ্গন ॥

"গরীব শায়ের"—বিদ্যা বুদ্ধি কিছু নাই ।
কৃষকের দুঃখে প্রাণ কাঁদিছে সদাই ।
তাই এ দুঃখের গীত সোজা কবিতায় ।
প্রকাশিল একমাত্র ভাবিয়া খোদায় ॥
মঙ্গল প্রার্থনা খোদাতা-লার সদন—
কর সবে তার তরে, এই আকিঞ্চন ॥

সম্পূর্ণ ।

BENGAL ... 22 JUN 1910